CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 17 April, 2023 ■ আগরতলা ১৭ এপ্রিল, ২০২৩ ইং ■ ৩ বৈশাখ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আবগারি দুর্নীতি মামলায়

কেজরিওয়ালকে ৯ ঘন্টা জেরা করল সিবিআই

নয়াদিল্লী, ১৬ এপ্রিল।। দীর্ঘ ৯ ঘন্টা পর সিবিআই দফতর থেকে বেরোলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়াল। আবগারি দুর্নীতি মামলায় রবিবার আম আদমি পার্টির প্রধানকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ সিবিআই দফতর থেকে বেরোন কেজরী। কালো রঙের এসইউভিতে চড়ে সকাল ১১টায় সিবিআই দফতরে পৌঁছেছিলেন তিনি।

সিবিআই দফতর থেকে বেরিয়ে দিল্লিতে নিজের বাড়িতে পৌঁছনোর পর সাংবাদিক বৈঠকে কেজরী বলেন, "সততার সঙ্গে কোনও আপস করব না। গোটা দেশ আমাদের সঙ্গে রয়েছে। আমায় ৫৬টি প্রশ্ন করা হয়েছিল। ২০২০ সাল থেকে উন্নয়ন নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে। সিবিআই আমার সঙ্গে সম্মানজনক ব্যবহার করেছে।"

আবগারি দুর্নীতি প্রসঙ্গে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "আবগারি দুর্নীতি নিয়ে সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা। এটা পুরোটাই বানানো দুর্নীতি। আমরা সৎ দল। নোংরা রাজনীতি এটা।" সম্প্রতি জাতীয় দলের তকমা পেয়েছে আপ। তার পরই আবগারি দুর্নীতি মামলায় কেজরীওয়ালকে সিবিআইয়ের জিজ্ঞাসাবাদ রাজনৈতিক দিক থেকে আলাদা মাত্রা যোগ করেছে।

গত ২৬ ফেব্রুয়ারি এই মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছিল দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসৌদিয়াকে। সেদিনও ছিল রবিবার। আর রবিবারই কেজরীকে তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করল সিবিআই। সন্ধ্যায় জরুরি বৈঠকে বসেছিলেন আপ নেতারা। কেজরীকে গ্রেফতার করা হতে পারে বলে আশঙ্কা করেছিলেন তাঁরা। বিজেপি চাইলে গ্রেফতার করা হতে পারে বলে মন্তব্য করেছিলেন কেজরী। তবে সেই আশঙ্কা সত্যি হয়নি। রবিবার রাতে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে অবশেষে সিবিআই দফতর থেকে বেরোলেন কেজরী। কেজরীকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মদের বোতল ভেঙ্গে ঢুকিয়ে দেয়া হল গৃহবধূর পেটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। মনুভ্যালি চা বাগান এলাকায় এক গৃহবধূকে মদের বোতল ভেঙ্গে পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে প্রাণে মারার চেষ্টা গৃহবধূর স্বামী এবং স্বামীর বোনের জামাইয়ের। জানা যায়, নকুল বাউরী প্রায় সময়ই আকন্ঠ মধ্যপান করে এসে তার স্ত্রী পূর্ণিমা বাউরিকে বেধড়ক মারধোর করত।

অভিযোগ ,শনিবার রাতে নকুল বাউরী এবং তার বোনের জামাই স্বপন বাউরী মিলে পূর্ণিমা বাউরিকে বেধড়ক মারধোর করে। কোন এক সময় নকুল বাউরী এবং তার বোনের জামাই স্বপন বাউরী মিলে মদের বোতল ভেঙ্গে পূর্ণিমা বাউরির পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। এতে গুরুতর ভাবে আহত হয় পূর্ণিমা বাউরি। পূর্ণিমা বাউরির চিৎকার শুনে এলাকাবাসীরা ঘটনাস্থলে এসে ভিড় জমায়।

খবর পাঠানো হয় কৈলাসহর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের। অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা গিয়ে গুরুতর আহত পূর্ণিমা বাউরিকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে পূর্ণিমা বাউরী সংকটজনক অবস্থায় কৈলাশহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ ব্যাপারে কৈলাশহর থানার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বক্সনগরে বাড়িতে ঢুকে প্রকাশ্যে দুষ্কৃতিদের লুটপাট, এলোপাতাড়ি কোপে গুরুতর যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। রবিবার প্রকাশ্য দিবালোকে বক্সনগর মধ্য গ্রাম পঞ্চায়েতে জমির হোসেনের বাড়িতে ঢুকে সঙ্ঘবদ্ধ হামলা চালিয়ে তাকে রক্তাক্ত করেছে এবং সোনা গয়না ও নগদ টাকা পয়সা লুটপাট করে নিয়ে গেছে।

দিন দুপুরে প্রকাশ্যে বাড়িতে ঢুকে হামলা ও ভাঙচুর, ছিনতাই। রক্তাক্ত এক যুবক। ঘটনার বিবরণে জানা যায় রবিবার দুপুর ১ টা নাগাদ মধ্য বক্সনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জমির হোসেনের দুই বখাটে ছেলের নেতৃত্বে ১০ থেকে ১৫ জনের এক দল দুষ্কৃতি একই এলাকার মহাবুল মিয়ার ছেলে রুবেল মিয়া নামে এক যুবকের বাড়িতে প্রকাশ্যে হামলা চালায়। বাড়িতে ঢুকে প্রথমে রুবেল মিয়াকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে পিঠে কোপ মারে। তাতে রুবেল মিয়া ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত হয়ে পড়ে ।তার পিঠে মোট ৭সেলাই লাগে।

এই সুযোগেই দুষ্কৃতীরা তার সাথে থাকা সোনার চেইন ও তার স্ত্রীর সোনার চেইন সহ ঘরের আলমারি ভেঙ্গে ৫০ হাজার টাকা সহ লুটপাট করে দুটি গাড়ি করে ঘটনস্থল থেকে মুহূর্তের মধ্যে চম্পট দেয়। পরবর্তী সময় বাড়ি ঘরের লোকজনের চিৎকার শুনে এলাকার অন্যান্য মানুষ তাদের বাড়িতে ছুটে এসে রুবেল মিয়াকে প্রথমে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসে।

এই ঘটনায় রুবেল মিয়া কলমচৌড়া থানায় অভিযুক্ত ছয়জনের নামে লিখিত অভিযোগ করেন। এই ঘটনার সাথে জড়িত ৬জন হল আমির হোসেন(৩২), এমরান হোসেন(২৫)জমির হোসেন(৫০),জয়দুল হোসেন (৪২), চান মিয়া, মইশান মিয়া ।এই ঘটনায় থানার পুলিশ সাথে সাথেই গঠনাস্থলে গিয়ে ঘটনার তদন্ত করে। তবে এখনো পর্যন্ত কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে।

রঘুনাথপুরে পুড়ল বসতঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। বিশালগড় রঘুনাথপুর এলাকায় বিদ্যুতের শর্ট সার্কিটে এক ব্যক্তির বাড়িতে অগ্নিকান্ড। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। অল্পতে রক্ষা পায় এলাকা।

জানা যায় রবিবার সকালে রঘুনাথপুর এলাকায় শাজাহান মিয়ার বাড়িতে বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিসংযোগ ঘটে। পরবর্তী সময়ে পরিবারের সদস্যরা আগুন দেখতে পেয়ে চিৎকার শুরু করে। শাহজাহান মিয়ার বাড়ির পরিবারের সদস্যদের চিৎকার শুনে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এলাকাবাসী। খবর দেওয়া হয় বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মী ও স্থানীয় এলাকাবাসীর প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রনে আসে। অল্পেতে রক্ষা পায় পার্শবর্তী বাড়িঘর গুলি।

রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী কাউকে ছাড়া হবে না ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ এপ্রিল।। আমাদের রাজ্যে বৈচিত্র্যের মধ্যেই লুকিয়ে আছে জাতি জনজাতি অংশের মানুষের ঐক্য। এই সময়ে রাজ্যের নানা জায়গায় জাতি জনজাতি অংশের মানুষ বর্ষবরণকে নিজ নিজ রীতিনীতি অনুসারে পালন করে থাকেন। এই সমস্ত উৎসবে মানুষে মানুষে মেলবন্ধন ঘটে। এই মেলবন্ধনই হচ্ছে আমাদের রাজ্যের ঐতিহ্য।

আজ সন্ধ্যায় বিশালগড় টাউনহলে বর্ষবরণ উৎসবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজন্য আমল থেকেই এই পরম্পরা ও ঐতিহ্য বহন করে আসছে রাজ্যের শান্তিপ্রিয় জাতি জনজাতি অংশের মানুষ। রাজ্যের এই ঐক্য যে কোনও মূল্যে রক্ষা করতে হবে।

উৎসবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, জাতি জনজাতি অংশের মানুষের ঐক্যকে চক্রান্ত করে ফাটল ধরাবার একটা অপপ্রয়াস চলছে। রাজ্যের জাতি জনজাতি অংশের মানুষদের মিলেমিশে তা প্রতিহত করতে হবে। রাজ্য সরকার যে কোনও মূল্যে রাজ্যে শান্তি সম্পীতি বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। শান্তি সম্পীতির পাশাপাশি সরকার রাজ্যকে নেশামুক্ত করার প্রয়াসও চালাচ্ছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকরির দাবীতে ফের ধর্না জেআরবিটি পরীক্ষার্থীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। জে আর বি টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের অবিলম্বে নিয়োগের দাবিতে রবিবার আগরতলা সিটি সেন্টারে সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংঘটিত করেন চাকুরী প্রার্থীরা। অবিলম্বে তাদের নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হবেন বলে এদিন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

উল্লেখ্যসমস্ত প্রক্রিয়া শেষ করে জুন-জুলাইয়ের মধ্যে দ্রুত নিয়োগ সম্পন্ন করার দাবি জানালেন জে আর বি টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা ।সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে গ্রুপ- সি, গ্রুপ- ডি পদে লোক নিয়োগের জন্য ২০২১ সালের আগস্ট মাসে পরীক্ষা নেওয়া হয়। লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী এতে অংশ নিয়েছিল। অভিযোগ, পরীক্ষা নেওয়ার পর ফল প্রকাশ নিয়ে বহু তালবাহানা হয়। আদালতে মামলাও হয়। অবশেষে ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে ফল প্রকাশ করে কর্তৃপক্ষ। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জামাইকে শ্বশুরবাড়িতে ডেকে নিয়ে মারধর করে মুখে ঢেলে দেয়া হল বিষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা মেয়ের জামাইকে মেরে ফেলার চেষ্টা ঘটনা ইয়াজিখাউরা এলাকায়। সংবাদে প্রকাশ বিগত কয়েক বছর পূর্বে ধলাই জেলার ময়নামা বাঙালিপাড়া এলাকার বাসিন্দা ফজলু হক কৈলাশহর ইয়াজিখাউরা এলাকার বাসিন্দা মোবারক আলীর মেয়ের সাথে বিয়ে হয়। বিয়ের পর ওদের সংসারে কোন ঝামেলা ছিল না।

বিগত চার মাস পূর্বে ফজলু হকের শ্বশুর বাড়ির লোকেরা উনার স্ত্রীকে বাপের বাড়িতে নিয়ে আসেন। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে উনার স্ত্রীকে আর বাড়ি পাঠায়নি। অভিযোগ গত দোষরা এপ্রিল ফজলু হকের শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ফোন করে ফজলু হককে আসতে বলে এবং তার স্ত্রীকে নিয়ে যেতে বলে। ফজলু হক যথারীতি আসার পর ঘটে বিপত্তি। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে বাইক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। শনিবার গভীর রাতে ফণীন্দ্রনগর চা বাগান এলাকায় এক ব্যক্তির বাইক কে বা কারা চুরি করে নিয়ে যায়। রবিবার কৈলাসহর থানায় অভিযোগ দায়ের করল বাইকের মালিক। ভদ্রপল্লী ৬ নং ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা আশীষ দেবনাথের শ্যালক মনতোষ মালাকার আশিস দেবনাথের বাইক নিয়ে শনিবার গভীর রাতে ফণীন্দ্রনগর চা বাগান এলাকায় একটি অনুষ্ঠানে যায়।

বাইকটি রাস্তার পাশে রেখে কালি নাচ দেখে মনতোষ মালাকার ফিরে দেখতে পান রাস্তার মধ্যে থাকা বাইকটি নেই। কে বা কারা বাইকটি চুরি করে নিয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর বাইকটির কোন হদিস না পেয়ে রবিবার বাইকের মালিক আশীষ দেবনাথ কৈলাশহর থানায় একটি লিখিত আকারে অভিযোগ দায়ের করেন।

পুলিশ এ ব্যাপারে মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত বাইক উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। বাইক চুরির ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে।

নববর্ষের প্রথম দিনে পৃথক স্থানে দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত ২১ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। রবিবার রাজধানীর আগরতলা শহরের ওরিয়েন্ট চৌমুহনীতে এবং গোমতী জেলার উদয়পুর কিল্লা ভায়া ছেচুয়া সড়কে পৃথক পথ দুর্ঘটনায় ২১ জন আহত হয়েছেন।

রবিবার ওরিয়েন্ট চৌমুহনী এলাকায় ট্রাফিক সিগনাল এবং ট্রাফিক পুলিশ না থাকার কারণে বাইক এবং স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হন তিনজন। স্থানীয় এক ব্যক্তি জানান , ট্রাফিক সিগনাল এবং কোন ট্রাফিক কর্মী না থাকার ফলে বাইক এবং স্কুটি দ্রুতগতিতে এসে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ।এতেই আহত হন বাইক এবং স্কুটিতে থাকা তিনজন। স্থানীয়রা দুর্ঘটনার বিষয়টি দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে দমকল কর্মীদের খবর দেন। ঘটনাস্থলে ছুটে আসে দমকলের কর্মীরা। রক্তাক্ত অবস্থায় তিনজনকে উদ্ধার করে আই জি এম হাসপাতালে নিয়ে যান চিকিৎসার জন্য।

জানা যায়, বেশ কিছুদিন যাবত ওরিয়েন্ট চৌমুহনী এলাকায় যে ট্রাফিক সিগন্যাল গুলি রয়েছে সেগুলি বন্ধ। নেই কোন ট্রাফিক কর্মী, যার ফলে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। এদিকে, উদয়পুর-কিল্লা ভায়া ছেচুয়া রাস্তার ডাক পাড়ায় পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ১৮ জন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বাবা গড়িয়া দেবতার মূর্তি নিয়ে পরিক্রমা চলছিল। সেই পরিক্রমা অমরপুরে আসার পথে উদয়পুর-কিল্লা ভায়া ছেচুয়া রাস্তার ডাক পাড়ায় মেক্সি ট্রাক দুর্ঘটনায় আহত ১৮ হয় জন। আহতদের মধ্য আশঙ্কাজনক দুই জনকে গোমতী জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাকি আহতদের অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

চাকরির দাবীতে জেআরবিটি উত্তীর্ণ বেকার যুবকরা আগরতলায় সিটি সেন্টারের সামনে ধর্ণা প্রদর্শন করেছেন রবিবার। ছবি নিজস্ব।

রাজ শাসনের স্মৃতিচারণ (এক)

ত্রিপুরার রাজনীতিতে মুখ্যমন্ত্রিদের ভূমিকা

● পরিতোষ বিশ্বাস ●

রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণে সাত দশকেরও বেশী সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার এই দীর্ঘ পদচারণা আজ অনেকেই হয়তো ভুলে গেছেন। ইতিহাস অনেকের কাছে নতুন করে শিক্ষা দেয়। গণতন্ত্রের মসনদে বসে ত্রিপুরাকে শাসন করেছেন যাঁরা তাঁদের অনেকেই আমাদের মধ্যে আজ আর বেঁচে নেই। কিন্তু, তাঁদের কর্মধারা, তাঁদের রাজনৈতিক ব্যাপ্তি ইতিহাস থেকে মুছে গেছে এমন ভাবার কারণ নেই। কেন্দ্রশাসিত ত্রিপুরার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন শচীন্দ্র লাল সিংহ। দীর্ঘ শাসনে এরাজ্যে কংগ্রেসের সাম্রাজ্য শহর থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে পাহাড়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর আমলে এরাজ্যে কমিউনিস্ট আধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠিত না হলেও পাহাড়ে, বিশেষ করে উপজাতি অংশের মানুষের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছিল। একসময় এরাজ্যে উপজাতিরাই কমিউনিস্ট পার্টির প্রাণশক্তি হিসাবে কাজ করেছে। কিন্তু, শচীন্দ্র লাল সিংহের জনপ্রিয়তা, পাহাড় সমতলে কংগ্রেস দলের আধিপত্য স্থাপনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ সময় এরাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীত্ব করে গিয়েছেন।

১৯৭১ এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং নতুন রাষ্ট্রের স্বাধীনতার পর ইন্দিরা গান্ধী বিপুল ভোটে কেন্দ্রের ক্ষমতায় আসীন হন। ত্রিপুরায় ১৯৭২ সালে নির্বাচনে কংগ্রেসের অভূতপূর্ব জয় হয়। মুখ্যমন্ত্রী হন সুখময় সেনগুপ্ত। ১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থার কারণে দেশজুড়ে জনবিক্ষোভ দেখা দেয়। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে ইন্দিরার ভরাডুবির পর ত্রিপুরার রাজনীতিতেও উথালপাতাল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সুখময় সেনগুপ্ত ত্রিপুরায় উন্নয়নের গতি আনতে পারেননি। ১৯৭২ সালের ২১ জানুয়ারী ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্যে উন্নীত হয়। কেন্দ্র শাসিত ত্রিপুরার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী যেমন শচীন্দ্রলাল সিংহ তেমনি পূর্ণরাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী সেনগুপ্ত। সুখময় দক্ষ প্রশাসক হিসেবে খ্যাতি পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি জননেতা হয়ে উঠতে পারেননি। তাঁর আমলেই কর্মচারী বিদ্রোহ সারা রাজ্যে আছড়ে পড়েছিল।

কংগ্রেস সভানেত্রী তথা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সংঘাতের কারণে শচীন্দ্র লালের রাজনৈতিক জীবনে অন্ধকারের ছায়া পরিলক্ষিত হয়। এটাও নজিরবিহীন যে বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস দল থাকা সত্বেও কেন্দ্রের ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস সরকার ত্রিপুরায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করেন। শচীন্দ্র লালকে শিক্ষা দিতে গিয়ে ইন্দিরা গান্ধী ত্রিপুরায় কংগ্রেসের চরমতম সর্বনাশ ডেকে আনেন। ১৯৭৫ সালে যখন দেশে টালমাটাল অবস্থা তখন ইন্দিরা গান্ধী দেশে জরুরী অবস্থা জারি করেন। ১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে ইন্দিরা ধরাশায়ি হন। কেন্দ্রের ক্ষমতায় বসে সব দলের মিলিত শক্তি জনতা দল। এই দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। ইন্দিরার ধরাশায়ি অবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস ত্যাগের হিড়িক পড়ে যায়। শচীন্দ্র লাল সিংহ বাবু জগজীবন রামের কংগ্রেস ফর ডেমোক্রেসি (সিএফডি) দলে যোগ দেন এবং ত্রিপুরায় সংসদের সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হন।

কংগ্রেসের এই বিপন্ন অবস্থার সুযোগ পুরোমাত্রায় গ্রহণ করে সিপিআইএম দল। কংগ্রেস ত্যাগী সিএফডি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ১৮৫ ▫ ১৭ এপ্রিল ২০২৩ইং ▫ ৩ বৈশাখ ▫ সোমবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

আঞ্চলিক ভাষায় পরীক্ষা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত

বাংলা নববর্ষে কেন্দ্রের নতুন সিদ্ধান্ত। সেনাবাহিনীতে নিয়োগের পরীক্ষা হইবে এবার থেকে বাংলা ভাষাতেও । শুধু বাংলা নয়, বাংলা ছাড়াও আরও ১২টি আঞ্চলিক ভাষায় নেওয়া হইবে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী বা সিএপিএফ -এর পরীক্ষা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে বিবৃতি দিয়া এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়।স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বিবৃতি অনুসারে, এতদিন কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর পরীক্ষ
হইতো হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায়। বাংলা সহ অন্যান্য ভাষায় পরীক্ষা নেওয়ার দাবি অনেকদিন ধরিয়াই ছিল। অবশেষে সেই দাবি মানিয়া সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র। বলা হইয়াছে, “স্থানীয় যুবদের কেন্দ্রীয় সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদান করাতে এবং আঞ্চলিক ভাষার প্রচার করিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে খবর, কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর মধ্যে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স সিআরপিএফ, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বা বিএসএফ, সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স বা সিআইএসএফ, ইন্দো-তিবেটিয়ান বর্ডার পুলিশ বা আইটিবিপি, সশস্ত্র সীমা বল বা এসএসবি এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড এনএসজি রহিয়াছে। এই সমস্ত বাহিনীতে নিয়োগের পরীক্ষা বাংলা সহ ১৩টি আঞ্চলিক ভাষায় হইবে।

কার্যত দীর্ঘদিনের দাবি অবশেষে মনিয়া নিল কেন্দ্রীয় সরকার। এখন থেকে ১৩ টি আঞ্চলিক ভাষায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর সশস্ত্র পুলিশের পরীক্ষায় বসিতে পারবেন চাকুরী প্রার্থীরা। কেন্দ্রীয় সরকারের এ ধরনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাইয়াছে বিভিন্ন মহল।

দেশের সব প্রান্তের পরীক্ষার্থীরা নিজ নিজ ভাষায় কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশের কনস্টেবল পদে পরীক্ষা দিতে পারিবেন।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে জানানো
হইয়াছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সশস্ত্র বাহিনীতে নিজ নিজ এলাকায় স্থানীয়দের যোগদান বাড়াইতে এই ‘ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত’ নিয়াছেন। এত দিন পর্যন্ত শুধু হিন্দি এবং ইংরাজি ভাষাতেই কেন্দ্রের পুলিশ নিয়োগের পরীক্ষা হইত। ফলে অহিন্দিভাষীরা অনেক ক্ষেত্রেই পিছাইয়া পড়িতেন। কারণ সবার পক্ষে ইংরাজিতে পরীক্ষা দেওয়ায় সম্ভব হইত না। বিবৃতি দিয়া জানাইয়া দেওয়া হইল, হিন্দি ইংরাজি ছাড়াও ১৩টি ভাষায় দেওয়া যাইবে কেন্দ্রের কনস্টেবল নিয়োগের পরীক্ষা। সেগুলি হইল, বাংলা, অসমীয়া, গুজরাটি, মারাঠি, মালয়ালম, কন্নড়, তামিল, তেলেগু, ওড়িয়া, উর্দু, পঞ্জাবী, মণিপুরী এবং কোঙ্কনি। কেন্দ্রের এই ঘোষণার পর স্ট্যালিন টুইট করিয়া অমিত শাহকে ধন্যবাদ জানাইয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তকে বিভিন্ন মহল থেকে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এ ধরনের সিদ্ধান্তের ফলে বিভিন্ন রাজ্যের চাকুরী প্রার্থীরা পরীক্ষায় বসিবার ক্ষেত্রে দারুন সুযোগ পাইলেন। শুধু চাকুরি প্রার্থীদের পরীক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, মাতৃভাষার সম্মানে কেন্দ্রীয় সরকার যে পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে তাহা ঐতিহাসিক তো বটেই।

নেপাল সীমান্তে ভুট্টার খেত থেকে উদ্ধার পূর্ণবয়স্ক দাঁতালের মৃতদেহ

কিশনগঞ্জ, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : মর্মান্তিক ঘটনা। কিশনগঞ্জের নেপাল সীমান্তের ধনটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের কামত বিহারটোলা গ্রামে ভুট্টার খেত থেকে একটি পূর্ণবয়স্ক দাঁতালের মৃতদেহ উদ্ধার। রবিবারের এই ঘটনায় বনকর্মীদের অনুমান বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দাঁতালের মৃত্যু হয়েছে। এই মুহূর্তে বনকর্মীরা হাতির মৃতদেহের কাছে যেতে পারছেন না। কারণ বুনো হাতির পাল ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে।

বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে বনকর্মীরা একটি হাতির পালকে নেপালের জঙ্গলে ফেরত পাঠায়। আবার এদিন সকালে হাতির পালটি এপারে ফিরে আসে। আর সীমান্তবর্তী একটি গ্রামের ভুট্টার খেতে আশ্রয় নেয়। সেখানেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে দাঁতালের মৃত্যু হয়েছে বলে বনকর্মীদের অনুমান। এই মুহূর্তে হাতির পালটি বুনোর মৃতদেহের আশেপাশে রয়েছে ও মাঝেমধ্যেই আর্তনাদ করছে বলে খবর।

কিশনগঞ্জ জেলার বন দফতরের উচ্চ আধিকারিক উমানাথ দুবে জানান, এই দল ছুট দাঁতালটি কয়েকদিন ধরে অসুস্থ অবস্থায় এই ভুট্টার খেতে আশ্রয় নিয়েছিল। হয়তো অসুস্থতার কারণে মৃত্যু হতে পারে। এই মুহূর্তে বনকর্মীরা হাতির মৃতদেহের কাছে যেতে পারছেন না। কারণ বুনো হাতির পাল ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে। হাতিটির মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পরে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

‘উত্তরবঙ্গ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হওয়া সময়ের অপেক্ষা’, দাবি অনন্ত মহারাজের

খড়িবাড়ি, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : ‘উত্তরবঙ্গ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হচ্ছেই।’ ফের একবার এই সম্ভাবনাকে উসকে দিলেন দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের সুপ্রিমো অনন্ত মহারাজ। রবিবার তিনি দাবি করেন ‘উত্তরবঙ্গ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হওয়া সময়ের অপেক্ষা’।

রবিবার ভারত নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি দিয়ে ৩০০ ছোট গাড়ির কনভয় নিয়ে নেপালের ঝাপা জেলার রামচকে নেপালের রাজবংশী সমাজ বিকাশ সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রওনা দেন। নেপালে ঢোকার আগে সীমান্ত এলাকায় সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ‘আমার জীবনে এই প্রথম আন্তর্জাতিক সফরে যাচ্ছি। নেপালে রাজবংশী সমাজের সিরুয়া উৎসব উপলক্ষ্যে ওই সংগঠন আমাকে আমন্ত্রণ করেছে, সেখানেই যাচ্ছি। ওই অনুষ্ঠানে ভারতীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের এবং নেপাল রাজবংশী সম্প্রদায়ের ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনের এক আনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আমরা ওখানে ভারতীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি তুলে ধরব।’ তিনি আরও জানান, সেখান নেপাল সরকারেরও প্রতিনিধি থাকবেন। উত্তরবঙ্গের মানুষ অবহেলিত-বঞ্চিত, তাই উত্তরবঙ্গকে নিয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হওয়া একপ্রকার নিশ্চিত বলে দাবি করেন অনন্ত মহারাজ। তিনি বলেন, ‘কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হওয়া ফাইনাল হয়ে গিয়েছে। শুধুমাত্র এখন সময়ের অপেক্ষা। কোনও সহেন্দ নেই যে উত্তরবঙ্গ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হচ্ছেই। স্বাধীনতার পর উত্তরবঙ্গে যা যা উন্নয়ন হওয়ার দরকার ছিল তার কোনও কিছুই উন্নয়ন হয়নি। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হবে এবং উত্তরবঙ্গে অভূতপূর্ব বিকাশ হবেই।’-

দক্ষিণ দিনাজপুরে শোবার ঘর থেকে উদ্ধার কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ

বুনিয়াদপুর, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হল এক কিশোরী! জেলার বংশীহারী সিঙ্গাদহ পঞ্চায়েতের গেরুল ফুলতলা এলাকায় ওই কিশোরীর শোবার ঘর থেকে রবিবার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে বংশীহারী থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত কিশোরীর নাম সীমা ওরাওঁ (১৯)। বাড়ি বংশীহারী সিঙ্গাদহ পঞ্চায়েতের গেরুল ফুলতলা এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার শোবার ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁকে দেখা যায়। পুলিশ দেহটিকে উদ্ধার করে রশিদপুর হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রবিবার বংশীহারী থানার পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাটে পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মনের বিষয়: প্রধানমন্ত্রী মোদীর মন কি বাত

অনুরাগ সিং ঠাকুর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সর্বজনীনভাবে একজন ব্যতিক্রমী প্রতিভাবান সংযোগকারী হিসাবে স্বীকৃত, যিনি জনসাধারণের সাথে তাৎক্ষণিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন। তাঁর এই দুর্দান্ত বক্তৃতার দক্ষতা অনন্য দক্ষতার ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে একটি মাত্র। তিনি যে আন্তরিকতার সাথে কথা বলেন, যে সততার জন্য তিনি পরিচিত এবং গত আট বছরে জনগণের সাথে তিনি যে আস্থা-ভিত্তিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন তা একজন গণযোগাযোগকারী হিসাবে সাফল্যের অন্যতম অবদান ।

তাঁর অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি দেশজুড়ে অভূতপূর্ব গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। এটি প্রধানমন্ত্রী মোদীর জনকেন্দ্রিক উন্নয়নের মডেল যা তাকে বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে প্রিয় করে তুলেছে। ২০১৪ সালের অক্টোবরে চালু হওয়া জনগণের সাথে নিরবচ্ছিন্ন মত বিনিময়ের এই অনভিজাত ধারণা আজ ”মন কি বাত” নামে পরিচিত হয়ে উঠেছে। বছরের পর বছর ধরে এটি মাসের শেষ রবিবারের একটি নির্দিষ্ট দিনে পরিণত হয়েছে। একটি রেডিও বক্তৃতা হিসাবে শুরু হয়েছিল এটি; যা এখন একযোগে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে একাধিক ভাষায় সম্প্রচারিত হয়। ”মন কি বাত”-এ দেখা যাচ্ছে, দু”জন মোদী রয়েছেন- একজন, শক্তিশালী, ক্ষমতাশালী, উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রধানমন্ত্রী মোদী। এবং অন্যজন, কোমল, দয়ালু, ভদ্র পরিবারের একজন কর্তা রূপে মোদী। আপনি যদি চোখ বন্ধ করে ”মন কি বাত” শোনেন, তাহলে আপনি ভাববেন যে মোদীজি গ্রামের চৌপালে বসে মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন- তাঁদের কথা শুনছেন, যেখানে প্রয়োজন সেখানে ঋষিদের মত পরামর্শ দিচ্ছেন, অথবা দৃষ্টান্তমূলক কাজের জন্য কারোর প্রশংসা করছেন। সম্প্রতি তিনি দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারের সাথে তার কথোপকথনের বিষয়টি ভাগ করেছেন যারা সাহসের সাথে তাদের প্রিয়জনের অঙ্গ দান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মোদীজি অঙ্গদানের মহৎ ধারণাটি প্রচারের জন্য সেই আলোচনাপর্বটিকে ব্যবহার করেছিলেন।

জলবায়ুর চরম পরিস্থিতি মোকাবেলা করা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষকে তাদের ভাল কাজের জন্য অসাধারণ হৃদয় দিয়ে প্রশংসা করা- এমন অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রী মোদির ”মন কি বাত” মূলত বাস্তব জীবনের গল্প এবং অভিজ্ঞতার এমন কিছু গল্প যা লুটিয়েনস দিল্লির সংকীর্ণ সীমানা ছাড়িয়ে বিদ্যমান প্রকৃত ভারতকে উদ্ভাসিত করে। এটাই তুলে ধরে যে কেন ”মন কি বাত”-এর প্রতিটি পর্ব অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং হাজার হাজার মানুষের সাড়া পাচ্ছে। এই মন কি বাত জনগণের মনের সাথে অনুরণিত হয় কারণ এটি তাদের নিয়ে। মন কি বাতের প্রথম পর্বটি ২০১৪ সালের ৩ অক্টোবর প্রচারিত হয়েছিল। এটি ৩০ এপ্রিল, ২০২৩ এ ১০০ তম পর্ব পূর্ণ করবে। মন কি বাত তার বিষয়বস্তু, নকশা, সম্মিলন এবং সামগ্রিকভাবে মানুষ এবং সমাজের সাথে যোগাযোগের উদ্ভাবনী উপায়ের দিক থেকে একটি অনন্য। ২৬২টি রেডিও স্টেশন এবং ৩৭৫টিরও বেশি বেসরকারি ও কমিউনিটি রেডিও স্টেশন নিয়ে

বিশ্বের বৃহত্তম রেডিও নেটওয়ার্ক ”অল ইন্ডিয়া রেডিও”র মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশে পৌঁছে গেছেন। কেবল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ইস্যুতেই নয়, বরং বিশ্ব আজ যে চ্যালেঞ্জিং সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে, যেমন জলবায়ু পরিবর্তন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জ্বালানি সংকট ইত্যাদি সম্পর্কে তাদের অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত করেছেন।

ভারতীয় সরকারি প্রচার সংস্থা প্রসার ভারতী ১১ টি বিদেশী ভাষা সহ ৫২ টি ভাষা / উপভাষায় মন কি বাতের অনুবাদ সম্প্রচার করছে, যা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে পৌঁছে দিচ্ছে এবং ভারতীয় প্রবাসীদের কাছেও নিয়ে যাচ্ছে। মন কি বাত ভারতের প্রথম ভার্চুয়াল সমৃদ্ধ রেডিও প্রোগ্রাম যা একই সাথে টিভি চ্যানেলগুলির মাধ্যমেও সম্প্রচারিত হয়। দূরদর্শন নেটওয়ার্কের ৩৪ টি চ্যানেল এবং ১০০ টিরও বেশি বেসরকারি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল এই উদ্ভাবনী অনুষ্ঠানটি দেশের সর্বত্র সম্প্রচার করে, যোগাযোগের এই ঐতিহ্যবাহী মাধ্যম সম্পর্কে নতুন করে আগ্রহ এবং সচেতনতা তৈরি করছে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে প্রতি মাসে ৬০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষের কাছে ডিজিটালভাবে পৌঁছানোর এই বিষয়টি নিয়ে একটি কেতাদূরস্ত পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে যেখানে বিশেষজ্ঞ এবং বিভিন্ন স্তরের চেঞ্জমেকারদের নিবন্ধও উল্লেখ রয়েছে।

এত বিশাল প্রভাবের সাথে, মন কি বাতকে ব্যাপকভাবে (এবং সঠিকভাবে) একটি সামাজিক বিপ্লব হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে এবং জন অংশীদারিত্বে এর শক্ত ভিত্তি খুঁজে পাওয়া গেছে। অনুষ্ঠানের নাম প্রণয়ন করা থেকে শুরু করে বিষয় নির্বাচন পর্যন্ত এবং প্রধানমন্ত্রীর এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত পদক্ষেপের আহ্বান পর্যন্ত নাগরিক যুক্ত করা এবং তাদের অংশগ্রহণের ধারণাকে কেন্দ্র করে এই প্রোগ্রামটি কল্পনা ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রতিটি পর্বই নাগরিকদের রূপান্তরকারী শক্তির প্রতি প্রধানমন্ত্রীর অবিচল বিশ্বাসের কথা প্রত্যেক মাসে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং প্রশাসনে জন অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ”মন কি বাত”-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী সারা দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি দেশের জন্য তার দৃষ্টিভঙ্গির কথা মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য প্ল্যাটফর্মটিকে ব্যবহার করেন এবং জাতি গঠন প্রক্রিয়ায় নাগরিকদের অংশগ্রহণ চান।

”মন কি বাত”-এর মূল উদ্দেশ্য হল ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং এদেশের নাগরিকদের মধ্যে সরাসরি সংযোগ গড়ে তোলা। প্রতি মাসে প্রধানমন্ত্রী সারা দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ চিঠি পান, যা তিনি অনুষ্ঠানের সময় আলোকপাত করেন। শো চলাকালীন সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে জনগণের টেলিফোনে কথোপকথন হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। নির্বাচিত নেতা ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগের এ ধরনের মাধ্যম গণতন্ত্র ও শাসনব্যবস্থার প্রতি জনগণের বিশ্বাসকে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করে। ৮ বছরেরও বেশি সময় ধরে ৯৯ টি পর্বের সফল কোর্স জুড়ে, মন কি বাত কেবল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করার চেষ্টাই করেনি বরং সামাজিক ও জাতীয় কারণগুলিতে পদক্ষেপ নিতে তাদের অনুপ্রাণিত করেছে। এই প্রোগ্রামের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হ”ল পরিবর্তনকারীদের অনুপ্রেরণামূলক গল্প তুলে ধরা, যারা মাঠে নিরলসভাবে এবং নিঃস্বার্থভাবে কাজ করছেন এবং যা কেবল তাদের কাছে এই কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রেরণার উৎসই নয় বরং লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে মন কি বাত জন আন্দোলনের একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে যা সারা দেশ জুড়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে জড়িত সামাজিক আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করছে। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর দেয়া সামাজিক বার্তা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ট্রেন্ডে পরিণত হওয়ার পাশাপাশি কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই গণআন্দোলন (জনআন্দোলন) হয়ে ওঠে। স্বচ্ছ ভারত অভিযান, বেটি বাঁচাও, বেটি পড়াও, কোভিড টিকাকরণ এবং হর ঘর তিরঙ্গার মত কয়েকটি কর্মসূচী এর কয়েকটি গৌরবময় উদাহরণ। সম্প্রতি ”মন কি বাত”-এর ৮৮তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী জল সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরেছিলেন এবং নাগরিকদের তাঁদের এলাকায় অমৃত সরোবর গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কয়েক মাসের মধ্যে, বার্তাটি জনআন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং এরফলে দেশজুড়ে অসংখ্য অমৃত সরোবর তৈরি হয়েছিল যা এই অঞ্চলের সরকারি সংস্থার সহায়তায় স্থানীয়দের দ্বারা তৈরি হয়েছিল। পরবর্তীতে, ৯২ তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী উত্তর প্রদেশের ললিতপুরে ভগত সিং অমৃত সরোবর এবং কর্ণাটকের বিলকেরুরের অমৃত সরোবরের মতো বিভিন্ন অমৃত সরোবরের কথা উল্লেখ করে নাগরিকদের দ্রুত প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছিলেন।

”সশক্ত ভারত” গড়ে তোলার দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে মন কি বাত দেশের জাতীয় ও বৈশ্বিক সাফল্যকে তুলে ধরার প্রতি নজর দিয়েছে এবং নাগরিকদের মধ্যে গর্ব, স্বকীয়তা এবং জাতীয়তাবাদের অনুভূতি জাগিয়ে তোলার পাশাপাশি দেশের উন্নয়নে অংশ নেওয়ার জন্য জনগণকে আহ্বান জানিয়েছে। ৮৯তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী ভারতে ইউনিকর্নের সংখ্যা ১০০-এ পৌঁছানোর বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন; ৯১তম পর্বে হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানের গণঅংশগ্রহণ এবং দেশব্যাপী সাফল্য উদযাপন করা হয়েছে, এতে প্রতিটি ভারতীয়ের হৃদয় গর্বে ভরে উঠেছে এবং এই জাতীয় আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে যাতে মনে হয়েছে যে মন কি বাত কেবল একটি রেডিও প্রোগ্রাম নয়, এটি ভারতের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণের একটি প্রতিফলন। ”মন কি বাত”-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি স্তরের মানুষের কাছে কল্যাণমূলক প্রকল্প ও নীতিগুলি পৌঁছে দেওয়ার এবং এ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করার জন্য সফলভাবে একটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। শুধু তাই নয়, এই প্রকল্পগুলি কীভাবে তৃণমূল স্তরের মানুষকে উপকৃত করে এবং আরও বেশি মানুষকে সুবিধাভোগী হতে অনুপ্রাণিত করে তার সাফল্যের গল্পগুলিও প্রধানমন্ত্রী সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। এমনকি কোভিড মহামারীর মতো সঙ্কটের সময়েও, মানুষকে অবহিত রাখতে এবং তাদের টিকা নিতে অনুপ্রাণিত করতে এই প্রোগ্রামটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ”মন কি বাত”-এর কারণেই ভারতের ভ্যাকসিনের সাফল্যের কৃতিত্ব রয়েছে। ”মন কি বাত”-এর প্রাসঙ্গিকতা এবং আমাদের জীবনে এর তাৎপর্যের প্রতি এটাই উৎকৃষ্ট শ্রদ্ধাঞ্জলি।

ভৌগোলিক কারণে আগে পরে পাকে আম

ইফতেখার মাহমুদ

কক্সবাজারের টেকনাফ অঞ্চলের গুটি আম ইতিমধ্যে পাকতে শুরু করেছে। সপ্তাহখানেকের মধ্যে তা বাজারে আসা শুরু হবে। মে মাসের মাঝামাঝি কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার আমও পাকতে শুরু করবে। কাছাকাছি সময়ে পাকবে সাতক্ষীরার গোবিন্দভোগ আমও। দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফল আম। সারা দেশেই উৎপাদন বাড়ছে ফলটির। গুরুত্বের কারণে আমগাছকে জাতীয় বৃক্ষ বলে সরকার ঘোষণা করেছে।

বিজ্ঞানীরা কোন আম কোন সময়ে কেন পাকে, তার একটি বিজ্ঞানসম্মত সময়কাল বের করেছেন। ওই সময় ধরে আম পাড়া হলে এবং বাজারে তুললে তাতে সুমিষ্ট ফলটির পুষ্টিগুণ ঠিক থাকবে। দামও ভালো পাওয়া যাবে। তাঁরা মনে করছেন, এতে ফল নষ্ট কম হবে।

‘কোন এলাকার আম কখন এবং কেন পাকে, তা নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা আগে হয়েছে বলে শুনিনি। সাধারণত বেশি মুনাফার আশায় কৃষকেরা আগেই পেড়ে নিয়ে আম রাসায়নিক দিয়ে পাকান। এতে আমের পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়। এ ছাড়া আধা পাকা অবস্থায় পাকানোর কারণেও নষ্ট হয়। এমন অবস্থায় আমাদের গবেষণার সুপারিশের ভিত্তিতে আম সংগ্রহ করা যেতে পারে।’ মো. শরফ উদ্দিন, বারির গবেষক এ গবেষণা প্রবন্ধ অতি সম্প্রতি মর্যাদাপূর্ণ বিজ্ঞান সাময়িকী সাসটেইনিবিলিটিতে প্রকাশিত হয়েছে। কানাডার সেইন্ট মেরি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি), খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট) ও ভারতের প্রযুক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইআইটি যৌথভাবে গবেষণাটি করেছে। এতে বাংলাদেশে আম যথাসময়ে ও যথাস্থান থেকে পাড়তে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সাধারণভাবে ধারণা আছে, জাতের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একেক আম একেক সময়ে পাকে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা দেখতে পেয়েছেন, আম কেবল জাতগত বৈশিষ্ট্যের কারণে পাকে না। পাকে ভৌগোলিক অবস্থান ও আবহাওয়াগত কারণেও। যেমন একই আম্রপালি সাতক্ষীরায় এক সময়, চট্টগ্রামে আরেক সময়ে এবং সবার শেষে উত্তরাঞ্চলে পাকে। একই জাতের আম পাকার ক্ষেত্রে এলাকাভেদে দুই মাস পর্যন্ত ব্যবধান হতে পারে। গবেষণা দলের অন্যতম প্রধান বারির গবেষক মো. শরফ উদ্দিন প্রথম আলোকে বলেন, ‘কোন এলাকার আম কখন এবং কেন পাকে, তা নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা আগে হয়েছে বলে শুনিনি। সাধারণত বেশি মুনাফার আশায় কৃষকেরা আগেই পেড়ে নিয়ে আম রাসায়নিক দিয়ে পাকান। এতে আমের পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়। এ ছাড়া আধা পাকা অবস্থায় পাকানোর কারণেও নষ্ট হয়। এমন অবস্থায় আমাদের গবেষণার সুপারিশের ভিত্তিতে আম সংগ্রহ করা যেতে পারে।’ ‘দেশে ফলের মধ্যে আমের উৎপাদন সবচেয়ে দ্রুত বাড়ছে। এর পুষ্টিগুণও অন্য ফলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি। তাই কোন সময়ে কোন এলাকার আম পাকে, তা বিজ্ঞানসম্মতভাবে জানার ফলে আমাদের জন্য এখন সিদ্ধান্ত নিতে এবং বাস্তবায়ন করতে সুবিধা হবে। প্রয়োজনে অসময়ের আম কোনগুলো, তা চিহ্নিত করতে আমরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে পারব। তবে সবার আগে কৃষকদের এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।’ মেহেদি মাসুদ, পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক কোন এলাকার আম কখন, কেন পাকে বিজ্ঞানীরা বলছেন, মাটির গুণাগুণ ও আবহাওয়াগত কারণেই মূলত একেক জেলার আম একেক সময়ে পাকে। এ ক্ষেত্রে আমের জাত কোনো বড় বিষয় নয়। ফলে জাতের চেয়ে প্রতিবেশ ও আবহাওয়া গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। গবেষণাটিতে বলা হয়েছে, এ বিষয়গুলো মাথায় রেখে দেশের প্রধান আম উৎপাদনকারী এলাকাগুলোকে চারটি অঞ্চলে ভাগ করে এ গবেষণা সম্পন্ন করা হয়েছে। যেমন অঞ্চল-১: চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি; অঞ্চল-২: যশোর, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, খুলনা; অঞ্চল-৩: নাটোর, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং অঞ্চল-৪: নওগাঁ, রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়।

এসব অঞ্চলে আম উৎপাদন ও সংগ্রহের ওপর প্রয়োজনীয় তথ্য---উপাত্ত (মাটির আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, সমুদ্র সমতল থেকে উচ্চতা, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ ও ভূ—উপগ্রহের তথ্য) সংগ্রহ করা হয়েছে। সব তথ্য-উপাত্ত যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যায়, অঞ্চল-১—এ সবচেয়ে আগে আম পাকে। আর সবশেষে আম পাকে অঞ্চল-৪ এলাকায়। গবেষণায় ২০১৯ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত মৌসুমে কোন আম কখন পাকে এবং ওই সময়ের আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। একই সঙ্গে আম উৎপাদনের ওই চার অঞ্চলের ভৌগোলিক তথ্য- উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। তাতে দেখা যায়, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকাটি ভৌগোলিকভাবে বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্তী হওয়ায় এবং সেখানকার মাটির ধরনের কারণে গ্রীষ্ম মৌসুমে তাপমাত্রা বেশি থাকে। এ ছাড়া গ্রীষ্মকালেও যে সামান্য বৃষ্টিপাত হয়, তা ওই এলাকায় বেশি হয়। এই অনুকূল আবহাওয়ার কারণে সেখানকার আম দ্রুত পাকে। মে মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত সেখানকার আম পাকতে দেখা গেছে। কাছাকাছি সময়ে মে মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে মধ্য জুন পর্যন্ত সাতক্ষীরা, খুলনাসহ অঞ্চল---২---এর অন্তর্ভুক্ত এলাকাগুলোর আম পাকতে শুরু করে। ওই এলাকার ভূমির সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা, পানি ও মাটির ধরন এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। মের শুরুতে ওই এলাকায় বৃষ্টিপাত বেড়ে যায়। এ ধরনের আবহাওয়া আম পাকার পক্ষে অনুকূল। ফলে ওই এলাকায় যে জাতের আমের চারা রোপণ করা হোক না কেন, সেখানকার আম মে মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে মধ্য জুনের মধ্যে পেকে যায়। উত্তরাঞ্চল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সবচেয়ে উঁচু বা পেছনে। সেখানকার মাটি মূলত লাল ও মিশ্র ধরনের। আর সেখানে বৃষ্টি শুরু হয় জুন থেকে। চলে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ফলে অঞ্চল—৩ ও অঞ্চল---৪---এর অন্তর্ভুক্ত উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে আম সবার শেষে পাকে। তবে বেশ কয়েকটি জাতের আম কাছাকাছি সময়ে পাকে। যেমন ফজলি, বারি-৪। সর্বোচ্চ এক সপ্তাহের ব্যবধানে দেশের বেশির ভাগ এলাকায় ওই আমের জাতগুলো পেকে যায়। অন্যদিকে ল্যাংড়া, বারি-২ ও হাঁড়িভাঙ্গা একই সময়ে পাকে। এই জাতগুলো দুই থেকে ছয় দিনের ব্যবধানে পাকতে শুরু করে।

এবার কী পরিমাণ আম হবে

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসাবে, গত বছর দেশে ১ লাখ ৭০ হাজার হেক্টর জমিতে ২৩ লাখ টন আম উৎপাদন হয়েছিল। এবার তা বেড়ে ২ লাখ হেক্টর জমিতে ২৫ লাখ টন আম হতে পারে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আম হতে পারে নওগাঁ জেলায়। এরপরই রয়েছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা। এ দুটি জেলায় রয়েছে নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ আম। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সাতক্ষীরার আম বেশ বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। প্রতি হেক্টরে আমের ফলনের দিক থেকে সবচেয়ে এগিয়ে আছে নওগাঁ জেলা। এ জেলায় প্রতি হেক্টরে ১৫ থেকে ১৮ টন আম হয়। কিন্তু আমের জন্য বিখ্যাত চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রতি হেক্টরে আম হয় ৮ থেকে ৯ টন।

দেশের অন্য জেলায় প্রতি হেক্টরে ৫ থেকে ১০ টন আম হয়ে থাকে। মূলত নওগাঁর চাষিরা সাত-আট বছর ধরে বেশি করে আমবাগান করছেন। তাঁরা উন্নত পদ্ধতি ও ফলন বেশি দেয়, এমন জাতের আম চাষের দিকে উৎসাহী হয়ে পড়েছেন। যে কারণে সেখানে দ্রুত আম চাষ বাড়ছে। উৎপাদনও ভালো হচ্ছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) হিসাবে, আম দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক ফসল। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় ৮০ ভাগ আম এ অঞ্চলে হয়। সারা বিশ্বের মোট চাহিদার অধিকাংশ সরবরাহ হয় এশিয়া থেকে। বাংলাদেশও আম উৎপাদনে এগিয়ে আছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, দেশি-বিদেশি চাহিদা মেটানোর জন্য প্রতিবছরই বাংলাদেশে আম চাষাবাদের এলাকা ও উৎপাদন বাড়ছে। এ দেশের সুস্বাদু আম রপ্তানি হচ্ছে ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের ২৩টি দেশে। গবেষকেরা বলছেন, আমের ভালো দাম পেতে হলে অঞ্চল-৪ এলাকায় চাষ বাড়াতে হবে। কারণ, ওই এলাকায় আমের মৌসুমের শেষ সময়ে উন্নত মানের এবং বেশি পরিমাণে আম উৎপাদন হয়। সঠিক সময়ে আম সংগ্রহ গুরুত্বপূর্ণ গবেষকেরা বলছেন, আমের ন্যায্যমূল্য পেতে হলে রপ্তানির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সে ক্ষেত্রে গুণগত মানসম্পন্ন আম উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সঠিক সময়ে আম সংগ্রহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে আমের প্রাপ্তিকাল কম হওয়ার কারণে রপ্তানির পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হয় না। গবেষকেরা বলছেন, যে আম যে সময়ে পাকবে, সেই আম সেই সময়ে রপ্তানির পরিকল্পনা করতে হবে। আম পাকার সময়কে মাথায় রেখে রপ্তানির পরিকল্পনা করতে হবে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, বিশ্বের প্রধান আম উৎপাদনকারী দেশগুলোর মধ্যে ভিয়েতনামের আম মার্চ মাসে পাকে। থাইল্যান্ডের আম এপ্রিলের শুরুতে, ভারত ও বাংলাদেশের আম এপ্রিলের শেষের দিকে পাকা শুরু করে। মিসরের আম পাকা শুরু করে জুন থেকে। গবেষক দলটি বলছে, গত এক যুগে দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অপরিপক্ক আম রাসায়নিক দিয়ে পাকানোর ঘটনা উদ্ঘাটন করেছে। প্রতি মৌসুমেই বিপুল পরিমাণ অপরিপক্ক আম জব্দ ও নষ্ট করা হয়। জরিমানার শিকার হন চাষি ও ব্যবসায়ীরা। এই গবেষণা সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক মেহেদি মাসুদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘দেশে ফলের মধ্যে আমের উৎপাদন সবচেয়ে দ্রুত বাড়ছে। এর পুষ্টিগুণও অন্য ফলগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি। তাই কোন সময়ে কোন এলাকার আম পাকে, তা বিজ্ঞানসম্মতভাবে জানার ফলে আমাদের জন্য এখন সিদ্ধান্ত নিতে এবং বাস্তবায়ন করতে সুবিধা হবে। প্রয়োজনে অসময়ের আম কোনগুলো, তা চিহ্নিত করতে আমরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে পারব। তবে সবার আগে কৃষকদের এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে।’

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বনমালীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে আয়োজিত গনেশ পূজায় অংশ গ্রহণ করেন বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।

রাজপথেই গুলিবিদ্ধ আতিক আশরাফ ঃ ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী, রাতেই শীর্ষকর্তাদের বাড়িতে তবল

লখনউ, ১৬ এপ্রিল(হি.স.) : পুলিশি হেফাজতে খুন গ্যাংস্টার আতিক আহমেদ ও তাঁর ভাই আশরফ। শনিবার উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে পুলিশের সামনেই পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি চালানো হয় খুন, অপহরণ সহ ১০০টিরও বেশি মামলায় অভিযুক্ত আতিক আহমেদ ও তাঁর ভাইয়ের উপরে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুজনের। গোটা ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। শনিবারই রাতে তিনি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বসেন। বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য তিন সদস্যদের একটি দল গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। অনদিকে, আতিক আহমেদের হত্যাকাণ্ডের পরই থমথমে পরিবেশ গোটা উত্তর প্রদেশ জুড়ে। কোনওভাবে অশান্তি যাতে না ছড়ায়, তার জন রাজ্যের ৭৫টি জেলাতেই ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, সম্পূর্ণ ফিল্মি কায়দায় পুলিশের সামনে খুন হয় গ্যাংস্টার আতিক আহমেদ ও তাঁর ভাই আশরফ। দুইদিন আগেই আতিকের ছেলে আসাদকেও এনকাউন্টারে খতম করে পুলিশ। শনিবার আসাদের শেষকৃত ছিল। সেখানে যেতেও চেয়েছিলেন আতিক, জেলাশাসকের কাছে চেয়েছিলেন অনুমতি। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই সেই অনুমতি দেওয়া হয়নি।

শনিবার রাত ১০টা নাগাদ প্রয়াগরাজের মেডিক্যাল কলেজে রুটিন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর জন্য নিয়ে আসা হয় আতিক ও আশরফকে। প্রিজন ভ্যান থেকে নামতেই তাঁদের ঘিরে ধরেন সাংবাদিকরা। এই সাংবাদিকদের ভিড়েই লুকিয়ে ছিল আততায়ীরাও। আতিক যখন দাঁড়িয়ে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন, সেই সময়ই পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে তাঁর মাথায় গুলি চালানো হয়।

সঙ্গে সঙ্গেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন আতিক। এরপরও কয়েক রাউন্ড গুলি চালানো হয় আতিক ও তাঁর ভাই আশরফের উপরে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুইজনের।

শনিবার রাতে প্রয়াগরাজে কুখ্যাত মাফিয়া আতিক আহমেদ এবং তার ভাই আশরাফ আহমেদকে গুলি করে হত্যা করার পরে উত্তরপ্রদেশ সরকার রবিবার ৭৫ জেলায় নিষেধাজ্ঞামূলক আদেশ (১৪৪ ধারা) জারি করেছে। রাজ্যের সংবেদনশীল শহরগুলিতে পুলিশ কড়া নজর রাখছে। নেওয়া হচ্ছে বিশেষ সতর্কতা। এদিকে জনগণকে গুজবে কান না দিতে এবং শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

ঘটনার তদন্তে তিন সদস্যের বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী। আজ সকালে প্রয়াগরাজে ফ্ল্যাগমার্চ করেছে পুলিশ। মাউ, মথুরা, কানপুর, অযোধ্যা, বান্দা এবং লখনউতে পুলিশ রাতে বেশ কয়েকবার ফ্ল্যাগ মার্চ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আজ তাঁর সমস্ত অনুষ্ঠান স্থগিত করেছেন। তিনি প্রতিনিয়ত রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পর্যবেক্ষণ করছেন। মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে।

পুলিশের বিশেষ মহাপরিচালক (আইন শৃঙ্খলা) প্রশান্ত কুমার বলেন, যারা গুজব ছড়াচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আতিক-আশরাফ হত্যা মামলার তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনজনকেই প্রয়াগরাজে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

আজ কর্ণাটকের কোলারে রাহুল গান্ধী

কোলার (কর্নাটক), ১৬ এপ্রিল(হি.স.) : আজ কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করবেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। এখানে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জনসভায় ভাষণ দেবেন তিনি। তাঁর সঙ্গে থাকবেন দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। সম্প্রতি, প্রাক্তন সাংসদ রাহুল গান্ধীকে মোদী পদবি সম্পর্কিত মন্তব্যের বিরুদ্ধে মানহানির মামলায় দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে শেষ হয়ে গিয়েছে তাঁর লোকসভার সদস্যপদও। জেনে রাখুন যে তিনি ২০১৯ সালে কোলারেই একটি সভায় এই মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন — "সব চোরের একই পদবি মোদী কেন?" গুজরাটের বিজেপি বিধায়ক এবং প্রাক্তন মন্ত্রী পূর্ণেশ মোদীর এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল।

আজ গোয়ার পোন্ডায় অমিত শাহের জনসভা

পানাজি, ১৬ এপ্রিল(হি.স.) : আগামী বছরের লোকসভা নির্বাচনের জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির প্রচারের অংশ হিসাবে আজ রবিবার দক্ষিণ গোয়ার পোন্ডা শহরে একটি জনসভায় ভাষণ দেবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। গোয়া বিজেপির সভাপতি সদানন্দ শেট তানাওয়াদে বলেন, দলের প্রচারের অংশ হিসেবে শাহ প্রতিবেশী মহারাষ্ট্র থেকে গোয়া পৌঁছবেন। শাহ খারঘর মুম্বইতে একটি অনুষ্ঠানে সমাজকর্মী দত্তাত্রেয় ওরফে আপাসাহেব ধর্মাধিকারিকে রাজ্য সরকারের সর্বোচ্চ অসামরিক পুরস্কার "মহারাষ্ট্র ভূষণ" প্রদান করবেন।

জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক

জম্মু, ১৬ এপ্রিল(হি.স.) : রবিবার সকাল থেকে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় মহাসড়কে দুদিকে ছোট যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। এদিকে, শ্রীনগর থেকে জম্মু যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র ভারী যানবাহনকে।

শ্রীনগর-লেহ হাইওয়েও যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। মুঘল রোড বর্তমানে যান চলাচলের জন্য বন্ধ রয়েছে। মুঘল রোড পরিষ্কারের কাজ চলছে। কর্তারা বলছেন, শিগগিরই মুঘল রোডও যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হবে।

কেজরির বাড়িতে আপের শীর্ষ নেতাদের বৈঠক, দিল্লিতে আটক বহু বিক্ষোভ কর্মীরা

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল(হি.স.) : আবগারি নীতি কেলেঙ্কারির ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল আজ সিবিআই-এর সামনে হাজিরা দেবেন। সিবিআই দফতরে হাজিরা দেওয়ার ঠিক আগে নিজ বাসভবনের সামনে দাঁড়িয়ে এভাবেই বিজেপিকে আক্রমণ করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। রবিবার সকালেই এক ভিডিও বার্তায় বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারকে তুলোধনা করার পর ফের মুখর দিল্লির আবগারি দুর্নীতিতে তলবপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী। সাংবাদিকদের সামনে তিনি বলেন, দেশবিরোধী শক্তি ভারতের মঙ্গল না চাইলেও দেশ এগিয়ে যাবে।

এদিন সকালেই সিবিআই দফতরে যাওয়ার আগে দলের উচ্চপদস্থ নেতানেত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেন কেজরি। তাঁর বাড়িতে ডাকা আম আদমি পার্টির ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দিল্লির মন্ত্রী আতিশী, কৈলাস গাহলট, রাজকুমার আনন্দ, গোপাল রাই, ইমরান হুসেন প্রমুখ। অন্যদিকে, কেজরির সিবিআই দফতরে হাজিরার প্রতিবাদে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান আপ সমর্থকরা। কাশ্মীরি গেটের কাছে পুলিশ তাঁদের অনেককে আটক করেছে।

তাপপ্রবাহ : পশ্চিমবঙ্গের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত ছুটি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত রাজ্যের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস বলছে, আগামী চারদিন কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হবে। এই আবহে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, সরকারি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি বেসরকারি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও আগামী ৬ দিনের জন্য বন্ধ রাখার নির্দেশিকা জারি করবে সরকার।

বিগত দুই সপ্তাহ ধরে তীব্র দাবদাহে পুড়েছে বাংলা। তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে। এদিকে উত্তরবঙ্গে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি না হলেও সেখানে অনেক গরম। স্বাভাবিকের ওপরে তাপমাত্রা রয়েছে সেখানেও। বৃষ্টি হচ্ছে না উত্তরবঙ্গের কোথাও। এই আবহে গ্রীষ্মকালীন ছুটি এগিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে গোটা রাজ্যে। এদিকে সাধারণত ২৪ মে থেকে রাজ্যের স্কুলগুলিতে শুরু হয় গ্রীষ্মকালীন ছুটি। তবে এবছর এই ছুটি পড়বে প্রায় তিন সপ্তাহ আগে ২ মে থেকেই।এদিকে, গ্রীষ্মকালীন ছুটি এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য রাজ্যের বেসরকারি স্কুলগুলিকে সিদ্ধান্ত নিতে বলে শিক্ষা দফতর। এই আবহে গরমের ছুটি এগিয়ে নিয়ে আসতে বিজ্ঞপ্তি জারি করে আইসিএসই বোর্ড। তবে আইসিএসই বোর্ডের স্কুলগুলিতে কবে থেকে ছুটি পড়বে তা এখনও জানা যায়নি। অপরদিকে সরকারি স্কুলের ছুটিও কবে পর্যন্ত চলবে, তা জানানো হয়নি। প্রাথমিকভাবে স্কুলের যে ছুটির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল, তাতে ২৪ মে থেকে ৪ জুন পর্যন্ত গরমের ছুটি থাকবে বলে জানানো হয়েছিল। তবে স্কুলশিক্ষা দফতর নতুন যে নির্দেশিকা জারি করেছে, তাতে এটা স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়নি যে কতদিন গরমের ছুটি চলবে। এরই মধ্যে তীব্র গরমের জন্য আগামী এক সপ্তাহ রাজ্যের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকেও এই ছুটি দেওয়ার আরজি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে আলিপুর হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, আগামীকাল ১৭ এপ্রিল কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকতে পারে। ১৮ থেকে ২০ তারিখ পর্যন্ত শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস।

কেজরিওয়ালের "দুর্নীতির দস্তানা" এখনই বন্ধ হওয়া উচিত: সম্বিত পাত্র

ভুবনেশ্বর, ১৬ এপ্রিল(হি.স.) : রবিবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে নিশানা করলেন বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র ড. সম্বিত পাত্র। তিনি বলেন, গ্লাভস পড়েও তিনি দুর্নীতি থেকে আড়াল হন না। আজ দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, কেজরিওয়াল সম্ভবত মনে করেন যে গ্লাভস পরে দুর্নীতি করলে দুর্নীতি প্রকাশ পায় না। তারা মনে করে আমি (কেজরিওয়াল) গ্লাভস পরেছিলাম এবং অপরাধের জায়গায় আঙুলের ছাপ রেখে যাইনি। তিনি আরও বলেন, মণীশ সিসোদিয়ার গ্লাভস পরে কেজরিওয়াল দুর্নীতি করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই এখন গ্লাভস খুলে ফেলার সময়। তদন্তকারী সংস্থা বাস্তবতার ভিত্তিতে কাজ করে, আবেগ নয়।

ড. সম্বিত পাত্র বলেন, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট অভিযোগপত্রে লিখেছে যে আম আদমি পার্টির যোগাযোগ প্রধান বিজয় নায়ার কেজরিওয়াল এবং আবগারি কেলেঙ্কারির মাস্টারমাইন্ড সমীর মহেন্দ্রুর মধ্যে একটি বৈঠক ঠিক করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাদের বৈঠক হতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত, কেজরিওয়াল সমীরকে পরামর্শ দেন যে আপনি চিন্তা করবেন না। বিজয় নায়ার আমাদের লোক। তারা যা বলে তাই কাজ করা হবে, এটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

তিনি বলেন, দশ বছর আগে কেজরিওয়াল দেশের সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের চোর বলতেন। ক্ষমতায় এসে জেলে ঢোকানোর কথা বলতেন। এ নিয়ে পাত্র প্রশ্ন করেন, এখন আপনার মন্ত্রীরা দুর্নীতি করেছে, তাদের জেলে যাওয়া উচিত নয়।

রবিবারও অপরিবর্তিত জ্বালানির দাম

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল(হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। তবুও আজ রবিবার দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রয়েছে। অপরিশোধিত তেল রফতানি ও ডলারের কারণে প্রতি ব্যারেল ৯৬ ডলারের চেয়ে সামান্য কম। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ফলে টানা প্রায় এগারো মাস ধরে অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম।

রবিবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা।

ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

সুদানে এক ভারতীয়র মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করলেন বিদেশমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল(হি.স.) : সুদানে ক্ষমতার লড়াই নিয়ে সেনাবাহিনী ও আধাসামরিক বাহিনীর মধ্যে হিংসার অচলাবস্থার মধ্যে শনিবার সুদানে কর্মরত এক ভারতীয় নাগরিককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। সুদানে ভারতীয় দূতাবাস এ তথ্য জানিয়েছে। বিদেশ মন্ত্রী ডাঃ এস জয়শঙ্কর ভারতীয় নাগরিককের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন।

সুদানে ভারতীয় দূতাবাস একটি বিবৃতিতে বলেছে, সুদানে ডিএএল গ্রুপের জন্য কাজ করা একজন ভারতীয় নাগরিক অ্যালবার্ট অগাস্টিন শুক্রবার গুলিবিদ্ধ হন এবং শনিবার তিনি মারা যান।

বিদেশ মন্ত্রী টুইট করেছেন, সুদানের রাজধানী খার্তুমে একজন ভারতীয় নাগরিকের মৃত্যুর খবর পেয়ে তিনি গভীরভাবে দুঃখিত। ভারতীয় দূতাবাস তার পরিবারকে সব ধরনের সহায়তা দেওয়ার জন্য সম্ভাব্য সব রকমের চেষ্টা করছে।

উত্তরপ্রদেশে দুষ্কৃতী খুনে 'হতবাক' মুখ্যমন্ত্রী, টুইটে সরব মমতা

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : পুলিশের ঘেরাটোপের মধ্যেই দুষ্কৃতীদের হাতে খুন উত্তরপ্রদেশের কুখ্যাত গ্যাংস্টার আতিক আহমেদ এবং তাঁর ভাই আশরাফ। এই খুনের ঘটনায় সরব হলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুলিশ প্রশাসনের সামনে এভাবে বিচারাধীন বন্দিকে গুলি করে ঝাঁঝরা করার ঘটনায় তিনি হতবাক এবং যোগীরাজ্যের আইনশৃঙ্খলা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছে বলে টুইট করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার একটি টুইট করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সেখানে লেখেন, 'উত্তরপ্রদেশের নির্লজ্জ নৈরাজ্য এবং আইনশৃঙ্খলার সম্পূর্ণ পতন দেখে আমি হতবাক। এটা লজ্জাজনক, পুলিশ এবং সংবাদমাধ্যমের উপস্থিতিতেই এভাবে অপরাধীরা আইন নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে। আমাদের সাংবিধানিক গণতন্ত্রে বেআইনি কাজের কোনও স্থান নেই।'

প্রসঙ্গত, শনিবার উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে পুলিশের সামনেই পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি চালানো হয় খুন, অপহরণ সহ ১০০টিরও বেশি মামলায় অভিযুক্ত আতিক আহমেদ ও তাঁর ভাইয়ের উপরে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুজনের। এই ঘটনায় জখম হয়েছেন এক পুলিশকর্মী ও এক সাংবাদিক। লবলেশ তিওয়ারি, সানি, অরুণ মৌর্য নামে তিন আততায়ীকে অস্ত্র—সহ গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সাংবাদিকের ছদ্মবেশে তারা এসেছিল বলে খবর। এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। শনিবারই রাতে তিনি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বসেন। বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য তিন সদস্যদের একটি দল গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। অনদিকে, আতিক আহমেদের হত্যাকাণ্ডের পরই থমথমে পরিবেশ গোটা উত্তর প্রদেশ জুড়ে। কোনওভাবে অশান্তি যাতে না ছড়ায়, তার জন রাজ্যের ৭৫টি জেলাতেই ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে।

প্রায় এক মাস বিঘ্নিত হবে হাওড়া-বর্ধমান লাইনের ট্রেন চলাচল

হাওড়া, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : ট্র্যাফিক ও পাওয়ার ব্লকের কারণে হাওড়া ডিভিশনের ব্যান্ডেল -শক্তিগড় শাখায় বেশ কিছু ট্রেন বাতিল করা হচ্ছে। কিছু ট্রেনের যাত্রাপথও বদল করা হচ্ছে রেল লাইনে কাজের জন্য। প্রায় এক মাস ধরে (১৭ এপ্রিল থেকে ১৯ মে) পর্যন্ত এই সমস্যা চলবে বলে জানানো হয়েছে। এর ফলে যাত্রীদের আবারও সমস্যার মধ্যে পড়তে হতে পারে বলে মনে করছেন নিত্যযাত্রীদের একাংশ।

১৭ এপ্রিল বর্ধমান থেকে ০৩০৫২ নম্বর ট্রেনটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি, ২৯ এপ্রিল, ৪ মে, ৬ মে, ৮ মে, ১১ মে, ১৩ মে, ১৪ মে, ১৬ মে, এবং ১৮ মে বর্ধমান থেকে ০৩০৫২ এবং হাওড়া থেকে ৩৭৮৫৭ ট্রেনগুলি বাতিল করা হচ্ছে। ১৮ এপ্রিল, ৩০ এপ্রিল, ৫ মে, ৭ মে, ৯ মে, ১২ মে, ১৪ মে, ১৫ মে, ১৭ মে এবং ১৯ মে হাওড়া থেকে বাতিল থাকছে ০৩০৫১ নম্বর ট্রেনটি। ব্যান্ডেল থেকে ৩৭৭৮১ নম্বর ট্রেন বাতিল থাকে ওই দিনে। একই সঙ্গে বর্ধমান থেকেও বাতিল থাকবে ৩৭৭৮২ এবং ৩৭৮১২ নম্বর ট্রেনগুলি বাতিল থাকবে ওই দিনগুলিতে।

পাশাপাশি রেলের এই কাজের জন্য ব্যাহত হচ্ছে দূরপাল্লার ট্রেন পরিষেবাও। ২৯ এপ্রিল, ৪ মে, ৬ মে, ৮ মে, ১১ মে, ১৩ মে, ১৪ মে, ১৬ মে এবং ১৮ মে আপ ১৩০২৭ হাওড়া --- আজিমগঞ্জ কবিগুরু এক্সপ্রেস বাতিল থাকছে। একইসঙ্গে ১৩০২৮ ডাউন আজিমগঞ্জ --- হাওড়া কবিগুরু এক্সপ্রসও বাতিল থাকছে ৩০ মে, ৫ মে, ৭ মে, ৯ মে, ১২ মে, ১৪ মে, ১৫ মে, ১৭ মে এবং ১৯ মে। বেশ কিছু মেইল ও এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রাপথও বদল করা হচ্ছে রেলের কাজের জন্য। হাওড়া-মোকামা এক্সপ্রেস এবং মোকামা-হাওড়া এক্সপ্রেস মেইন লাইনের বদলে কর্ড লাইন দিয়ে চলাচল করবে। গৌড় এক্সপ্রেসও ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-নিউ ফারাক্কা রুটে চলাচল করবে।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

রাত্রে বিছানায় ফোন রেখে ঘুমান ! ডাকছেন মারাত্মক বিপদ

প্রতিদিন রাতে শোয়ার আগে ফোন দেখা অনেকেরই অভ্যাস। বারংবার বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন, ঘুমাতে যাওয়ার অন্তত ২ ঘন্টা আগে ফোন ব্যবহার বন্ধ রাখতে হবে। না হলে মারাত্মক প্রভাব পড়তে পারে ঘুমের ঘড়িতে। যদি প্রতিদিন রাতে মাথার কাছে ফোন রেখে ঘুমান তাহলে আরো মারাত্মক বিপদ অপেক্ষা করছে।

ফোন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সঙ্গী। অফিসের কাছ থেকে শুরু করে আর্থিক লেনদেন, সমস্ত সমস্যার সমাধান রয়েছে স্মার্টফোনে। বর্তমান দিনে দাঁড়িয়ে স্মার্টফোন ছাড়া বহু মানুষের কাছে জীবন অচল। কিন্তু স্মার্টফোন আপনার শরীরের জন্য বিপ্পজনক হতে পারে। আপনি যদি প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর সময় স্মার্টফোন মাথার কাছে রেখে ঘুমান তাহলে এই অভ্যাস অবশ্যই ত্যাগ করুন।

গবেষণা অনুযায়ী, রাতে ঘুমানোর সময় শরীরের কাছাকাছি স্মার্ট ফোন রাখা অত্যন্ত বিপ্পজনক। এমনকি প্রাণঘাতীও হতে পারে। নেপথ্যে রয়েছে বেশ কয়েকটি কারণ। আসলে অধিকাংশ মোবাইলে ব্যবহার করা হয় লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি। যেখান থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রায় ১০০ ধরনের গ্যাস নির্গত হতে থাকে। যা মানুষের শরীরের জন্য বেশ ক্ষতিকারক। যার মধ্যে কার্বন মনোক্সাইডের মতো মারাত্মক গ্যাস।

দিনের পর দিন যদি আপনি মাথার কাছে কিংবা আপনার শরীরের কাছে মোবাইল ফোন রেখে ঘুমান তাহলে সাবধান। বিষাক্ত গ্যাস ধীরে ধীরে আপনার শরীরে প্রবেশ করবে। প্রতিদিন যে পরিমাণে ক্ষতিকারক গ্যাস ফোন থেকে নির্গত হয় তা আপনার শরীরের জন্য ক্ষতিকারক নয়। কিন্তু

দীর্ঘদিন ধরে এটা চলতে থাকলে তা মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।

রাত্রে ঘুমানোর আগে ফোন অবশ্যই আপনার থেকে অন্তত আড়াই থেকে তিন মিনিট মিটার দূরে রাখবেন। যদি রাত্রে ঘুমানোর সময় আপনার মাথার কাছেই মোবাইল চার্জ কিংবা হেডফোনে গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েন, তাহলে এই দুটি অভ্যাস দ্রুত ত্যাগ করুন।

খুব ভালো হয়, যদি ঘুমানোর সময় মোবাইল অন্য কোন ঘরের রেখে দেন। দরকার পড়লে দিনের বেলায় ফোনের ফুল চার্জ দিয়ে রাখুন। যদি একান্তই আপনার শোবার ঘরে মোবাইল ফোন রাখতে হয় তাহলে ঘরের অন্তত একটি জানলা খুলে রাখার চেষ্টা করুন। মোবাইলে ব্যবহৃত ব্যাটারি যত নিম্নমানের হবে ততই তা ক্ষতিকারক। এমনকি এগুলো থেকে বিস্ফোরণের সম্ভাবনাও রয়েছে।

যদি ঘুমাতে যাওয়ার আগে ফোনের ওয়াইফাই চালু রেখে ঘুমান তাহলে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে। এই অভ্যাস গর্ভস্থ ভ্রূণের বিকাশে প্রভাব ফেলে। শিশুদের মস্তিষ্ক বিকাশের বড়সড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পাশাপাশি রয়েছে ক্যানসারের ঝুঁকি। যারা প্রতিদিন রাতে মাথার কাছে ওয়াইফাই অন করে ঘুমান তাদের মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা কমার সম্ভাবনা রয়েছে।

ঘুম ভাঙতেই হাত-পা অবশ হয়ে আসছে ? বিপদ আসন্ন

ঘুম থেকে উঠতেই কি হাত পায়ের আঙুল অবশ হয়ে যাচ্ছে ? তাহলে বিষয়টিকে একেবারেই হালকা ছলে নেবেন না। আপনার অজান্তেই হয়ত আপনার শরীরে বাসা বাঁধছে কোন জটিল রোগ। ঘুম থেকে উঠে হাত-পা অবশ হয়ে যাওয়াকে অনেকেই পাত্তা দেন না। কিছুক্ষণ পর আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই ঘটনা স্বাভাবিক নাও হতে পারে।

হয়ত এই লক্ষণ গুলি আগাম জানান দিচ্ছে কোন রোগের। হঠাৎ করে হাত পায়ের আঙুল অবশ হয়ে আসে কেন ? কারণটা কি জানেন ? অনেকেই মনে করেন, রক্ত সঞ্চালনের সমস্যা তৈরি হলে এমনটা হয়। কিন্তু এটি একমাত্র কারণ হতে নয়। এর পিছনে বেশ অনেকগুলি কারণ রয়েছে।

ভিটামিন বি টুয়েলভ এর অভাবে এমনটা হতে পারে। যাকে চিকিতা পরিভাষায় বলা হয় পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি। এই ভিটামিনের অভাবে ঘুম থেকে ওঠার পর মনে হতে পারে, হঠাৎ করে যেন হাত পায়ের আঙুল অবশ হয়ে আসছে। যদি ঘুম থেকে ওঠার পরে এই সমস্যাটি হয় তাহলে কিন্তু ডায়াবেটিস শরীরে বাসা বাঁধতে পারে। সাধারণত রক্তের শর্করার মাত্রা অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়লে, তার প্রভাব পড়ে হাত পায়ের স্নায়ুতে। প্রথমদিকে বোঝা যায় না। ধীরে ধীরে তার লক্ষণ গুলি প্রকাশ্যে আসে। তাই বিষয়টি হালকা ভাবে নেবেন না।

এটি স্ট্রোকের লক্ষণ হতে পারে। যখন স্ট্রোকের কারণে মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালনে বাধা তৈরি হয় তখন হাত পায়ের আঙুল অবশ হয়ে আসে। স্নায়ু সঠিক ভাবে কাজ করে না। এছাড়াও রক্ত সঞ্চালনের সমস্যা হলে হাত পা ঠান্ডা হয়ে অসাড় হয়ে যায়, যাকে বলা হয় রেনডস ডিজিজ।

আপনি যদি সারারাত একই ভাবে ভুল ভঙ্গিতে শুয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে এমনটা হতে পারে। ধরুন টানা ছয় থেকে সাত ঘন্টা এক পাশ ফিরে ঘুমালেন। আর সেই অংশে শরীরের সমস্ত চাপ পড়ল। এক্ষেত্রেও ঘুম থেকে ওঠার পর হঠাৎ করে হাত-পায়ের আঙুল মুড়তে অসুবিধা হতে পারে কিংবা অবশ হয়ে আসতে পারে। যদি দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যায় ভোগেন তাহলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন।

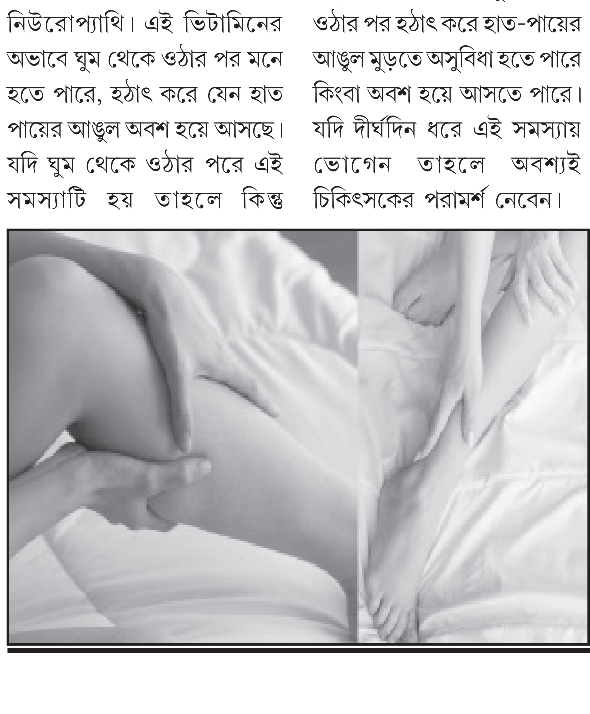

মিষ্টি আলু খাওয়ার উপকারিতা, মিষ্টি আলুর বিভিন্ন

আমাদের হাত ও পায়ের আঙুল ফুলে যাওয়া কমানো, প্রস্রাবের সমস্যা দূর করা ইত্যাদি ছাড়াও বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার জন্য মিষ্টি আলুর পাতা এবং মূল ব্যবহার করা হয়ে থাকে, কারণ মিষ্টি আলু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

ভিটামিন C ও D এর উৎস হিসেবে মিষ্টি আলুর উপকারিতা:

মিষ্টি আলু ভিটামিন C ও D এর উৎস। ভিটামিন C রোগ প্রতিরোধে এবং ভিটামিন ঙ স্বাস্থ্যকর হাড়, স্নায়ু, হৃৎপিণ্ড, ত্বক তথা দাঁতের জন্যও জরুরি। এছাড়াও ভিটামিন C আমাদের দাঁত, হাড় ও কোষ গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেহের কোন ক্ষত সারাতে বা শরীরে কোলাজেন উৎপাদনের মাধ্যমে ত্বকের নমনীয়তা ধরে রাখার জন্য ভিটামিন C এর প্রয়োজন হয়।

মিষ্টি আলু আয়রনেরও ভালো উৎস হিসেবে পরিচিত। এই সবজি আমাদের শরীরে শ্বেতকণিকা তৈরি করে, রক্তচাপ প্রতিরোধ তথা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা কার্যকর রাখা সহ নানাভাবে কার্যকরী।

মিষ্টি আলুতে অন্যান্য খনিজ উপাদানের উপস্থিতি:

মিষ্টি আলুতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ ও পটাশিয়ামও রয়েছে। আমাদের দেহের অন্তর্বর্তী রক্ত, হাড় ও মাংসপেশীর সুস্থতায় এবং সুষ্ঠভাবে স্নায়ুর কাজ করার ক্ষেত্রে ম্যাগনেসিয়াম অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ডায়াবেটিস প্রতিরোধে মিষ্টি আলুর উপকারিতা মিষ্টি আলু প্রাকৃতিকভাবে খেতে মিষ্টি হয়, যা আমাদের রক্তে উপস্থিত চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। দেহে প্রাকৃতিক

চিনি গ্রহণ করার ফলে বিভিন্ন কাজের জন্য শক্তি প্রাপ্ত হয় তথা অবসাদ, ক্লান্তি দূর হয়। তবে মিষ্টি আলুর মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে চিনি উপস্থিত থাকলেও তা খুবই ধীরে ধীরে রক্তের সঙ্গে মিশে।

এর ফলস্বরূপ শরীর যে শুধু শক্তির নিয়মিত জোগান পায় যে তা নয়, বরং শরীরে শক্তির ভারসাম্যও সঠিকভাবে বজায় থাকে। মিষ্টি আলুতে বেশ ভালো পরিমাণে আঁশ আছে, এছাড়াও এতে আরো কিছু উপাদান রয়েছে যার কারণে রক্তের সুগার কমাতে এই সবজি বিশেষ উপযোগী।

আমাদের চর্বি কোষগুলো থেকে উৎপন্ন হয় 'এডিপোনেকটিন' নামক প্রোটিন হরমোন, যাদের ডায়েবেটিসের সমস্যা রয়েছে তাদের শরীরে এডিপোনেক্টিন হরমোন কম থাকে, এই মিষ্টি আলুর নির্যাস টাইপ ২ ডায়াবেটিস রোগীদের দেহে এডিপোনেকটিন মান তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি করে।

পেটের রোগ প্রতিরোধে মিষ্টি আলুর ভূমিকা, মিষ্টি আলু আলসারেটিভ কোলাইটিসের মত পেটের রোগ প্রতিরোধেও উপকারী। এই সবজির আরও প্রদাহরোধী গুণ রয়েছে। গবেষণা অনুসারে মিষ্টি আলুতে ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট আছে এবং সেগুলো প্রদাহসূচকগুলো হ্রাস করতে সহায়তা করে। হৃদরোগ প্রতিরোধ এবং হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখতে মিষ্টি আলুর ভূমিকা,

মিষ্টি আলু হল ভিটামিন একটি ভালো উৎস। এই সবজি আমাদের দেহে হোমোসাইস্টিন নামক কেমিক্যাল কম করতে সহায়তা করে। এই কেমিক্যালটি হৃদরোগ সহ আমাদের দেহের নানা ধরনের অসুখের অন্যতম কারণ। পটাশিয়াম হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিক রাখতে, কিডনি সুরক্ষায় ও একে কর্মক্ষমতা স্বাভাবিক পর্যায়ে রাখে। মিষ্টি আলুতে প্রচুর পরিমাণ পটাশিয়াম থাকে যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ রাখে এবং হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখতে সহায়তা করে। এছাড়া এই সবজিতে উপস্থিত ইলেক্ট্রোলাইট হার্টবিট নিয়মিত রাখে। ফুলকপির খাদ্যগুণ ও উপকারিতা রাতকানা রোগ নিরাময়ে মিষ্টি আলুর কার্যকারিতা, রাতকানা রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে মিষ্টি আলুর উপকারিতা লক্ষ্য করা যায়। এই সবজিটি ভিটামিন সমৃদ্ধ হওয়ায় চোখের বিভিন্ন সমস্যা নিরাময়ে সাহায্য করে। ক্যান্সার প্রতিরোধক হিসেবে মিষ্টি আলু, বিটা-ক্যারটিন হল আমাদের দেহের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। বিটা ক্যারটিন প্রস্টেট ক্যান্সার ও কোলন ক্যান্সার প্রতিরোধ করে থাকে এবং মিষ্টি আলুতে বিটা ক্যারোটিন বর্তমান, তাই বলা যায় যে এই সবজি ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়ক।

দুশ্চিন্তা নিরাময়ক হিসেবে মিষ্টি আলুর ভূমিকা পটাশিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম আমাদের দেহে স্বাস্থ্যকর রক্ত, হার্ট, হাড়, পেশী তথা নার্ভ গঠন করতে সহায়তা করে। এছাড়াও ম্যাগনেসিয়াম মানসিক চাপ, যেকোন বিষয়ে দুশ্চিন্তা দূর করে দিয়ে মনকে চিন্তা মুক্ত রাখতে সাহায্য করে। মিষ্টি আলু পটাশিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের ভালো উৎস। একটি মাঝারি আকৃতির মিষ্টি আলুর মধ্যে রয়েছে ৫০০ মিলিগ্রামের মত পটাশিয়াম। গবেষণায় দেখা গেছে যে প্রতিদিন পটাশিয়াম গ্রহণ করার ফলে বিভিন্ন রোগে মৃত্যু হওয়ার ঝুঁকি প্রায় ২০ ভাগ হ্রাস হয়। উপসংহার আপনি যদি প্রতিদিন সকালে একটি মিষ্টি আলু খান তবে এটি সারা দিন আপনার দেহে শক্তি জোগাতে সাহায্য করে। মিষ্টি আলু বিভিন্ন ভিটামিন এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা কোষকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে সহায়তা করে। তাই প্রতিদিন সকালের জলখাবারের সাথে মিষ্টি আলু অবশ্যই রাখা উচিত। বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ ছাড়াও এই সবজি আপনার চোখ সুস্থ রাখার পাশাপাশি, হৃদযন্ত্র তথা কিডনির জন্যও ভাল। তাছাড়াও মিষ্টি আলু হজমশক্তির উন্নতি ঘটাতে সহায়তা করে। এই সবজিটি কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা প্রতিরোধ করতেও সাহায্য করে।

আদার বিভিন্ন গুণাবলী

আদার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রয়েছে। এছাড়াও এতে প্রোটিন, শ্বেতসার , জল, আঁশ , খনিজ পদার্থ ইত্যাদি উপাদান বিদ্যমান। তবে মূলত জিনজেরোল নামক একটি কম্পাউন্ড আদার উপকারীতা আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছে।

আদা আমাদের হজম ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। রোজ যদি একটু করে আদা খাওয়ার অভ্যাস করা যায় তবে কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের হজম ক্ষমতা অনেকটাই উন্নত হয়ে যাবে। তাছাড়াও প্রতিদিন একটু করে আদা খেলে গ্যাস ও অম্বলের সমস্যায় উপকার পাওয়া যায়।

এক কথায় বলতে গেলে একটুকরো কাঁচা আদা আমাদের দেহের হাজারো রোগ-ব্যাধির মুক্তিদাতা। যেমন জ্বর, সর্দি, কাশি তথা খাওয়ার অনিচ্ছা থেকে শুরু করে হাত ও পায়ের জয়েন্টে ব্যথা, এরূপ সব সমস্যা থেকেই মুক্তি দিতে পারে কাঁচা আদা, কারণ আদা আমাদের দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে আদার ভূমিকা

আদার মধ্যে উপস্থিত অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে তোলে। মূলত আদা এবং মধুর মিশ্রণ শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে, কারণ এই মিশ্রন আমাদের রক্তে শ্বেতরক্ত কণিকার সংখ্যা বাড়িয়ে তোলে, যার ফলে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

অন্যান্য শারীরিক সমস্যার সমাধানে আদার কার্যকারিতা, ১) সর্দি কাশি থেকে মুক্তি পেতে আদার ব্যবহার আদার মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা আমাদের দেহের রোগ প্রতিরোধে ব্যাপকভাবে সহায়তা করে। এটি বিভিন্ন ক্ষতিকর ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ থেকে

আমাদের রক্ষা করে। আদা খেলে সর্দি, কাশি, গলাব্যথা ইত্যাদি সমস্যা থেকে সহজেই আরাম পাওয়া যায়। তাই আমাদের বাড়িতে কারোর সর্দি কাশি হলে মা-ঠাকুমারা আদা দেওয়া চা খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

২) হজমের সমস্যায় আদার উপকারিতা আমাদের মধ্যে অনেকেই দীর্ঘকালীন বদহজমের সমস্যায় ভোগেন; যার কারণে পেটের উপরিঅংশে ব্যথা, ক্ষুধামান্দ্য ভাব, মুখে টক ভাব, এইসকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। আদা আমাদের পেটের অম্বলজনিত সমস্যা কমায়, ফলে প্রদাহ কমে। তাছাড়া আদা খাবার হজম করার উৎসেচকগুলির নিঃসরণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, ফলে বদহজমের সমস্যা দূর হয়। রান্নায় আদার ব্যবহার বিশেষভাবে স্বাদ বৃদ্ধি করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হজমেও সহায়তা করে।

৩) মাসিকের বেদনায় আদার ব্যবহার পিরিয়ড বা মাসিক চলাকালীন অনেক মেয়েদেরই তলপেটে অসহ্য ব্যথা ভোগ করতে হয়। এই যন্ত্রণার কারণে সাধারণ স্বাভাবিক জীবনযাপনে বিঘ্ন ঘটে। এক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণ আদা এই যন্ত্রণা থেকে অনেকাংশে মুক্তি দিতে পারে। এমন সময় আদা চা পান করলে একটু আরাম পাওয়া যায়। তাছাড়াও কয়েক টুকরো আদা যদি গরম জলে ফুটিয়ে নিয়ে, সেই জলে মধু মিশিয়ে খাওয়া হয়,তবেও ভালো ফল পাওয়া যাবে। ৪) আদা বমি ভাব কম করতে সহায়ক অনেকেরই সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর কেমন একটা বমি বমি ভাব লাগে। যাকে আমরা "মর্নিং সিকনেস" বলি। তাছাড়াও অপারেশন অথবা কেমোথেরাপির পর কিছু কিছু মানুষ বমির ভাবের মত কিছু অস্বস্তিকর লক্ষণে ভোগেন। এই সমস্যা দূর করার জন্য আদা খেলে উপকারিতা পাওয়া যেতে পারে। সামান্য পরিমাণে আদার রস খেলে, উপরিউক্ত সমস্যাগুলির হাত থেকে অনেকাংশেই আরাম পাওয়া যায়। একইভাবে কোথাও যাওয়ার সময় বাসে উঠলে যাদের বমি পায়, তাদের মুখে ছোট এক টুকরো আদা ভরে দেখতে পারেন, এই সমস্যা দূর হবে।

৫) অস্টিওআর্থাইটিসের ব্যাথায় উপশম দেয় আদা অস্টিওআর্থাইটিস রোগে আমাদের শরীরে দুটি হাড়ের মধ্যে থাকা জয়েন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর কারণে জয়েন্টে ভীষণ রকম ব্যথা অনুভূত হয়। সাধারণত বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই অস্টিওআর্থাইটিস নামক রোগটি হয়ে থাকে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদিন কাঁচা আদা খাওয়া ব্যক্তির অস্টিওআর্থাইটিসের বেদনা, অন্য রোগীদের তুলনায় অনেকাংশে কম। ৬) ওজন কমাতে আদার ভূমিকা অর্থাৎ বডি মাস ইনডেক্স একটি ওজন পরিমাপকারী মার্কার। একজন সুস্থ মানুষের নর্মাল -এর মান ১৮.৫ থেকে ২৫ এর মধ্যে হওয়া স্বাভাবিক। আদা এই এর মান স্বাভাবিক রাখে এবং এরফলে ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে। আদায় প্রচুর শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে যা ওজন কম করতে সাহায্য করে। আবার এক গবেষণা অনুযায়ী, যে সকল স্থূলকায় মানুষ নিয়মিত আদা খান, তাঁদের পেট ভর্তি আছে বলে মনে হয়, ফলে ক্যালোরি ইনটেকও কম হয় যা ওজন কমাতে সাহায্য করে। ৭) হৃদরোগ কমাতে আদার উপকারিতা আমাদের শরীরে নামক এক ক্ষতিকর কোলেস্টেরল থাকে, যার পরিমাণ বেড়ে গেলে আমাদের করোনারি আর্টারিতে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস নামক সমস্যার সৃষ্টি হয়। আদা উক্ত ক্ষতিকর এর পরিমান কমায় যার ফলস্বরূপ হৃদরোগের ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব হয়। ৯) ক্যানসার রোধে আদা কার্যকরী

কাঁচা আদায় অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও জিনজেরল নামক এক উপাদান প্রচুর পরিমাণে বর্তমান। এই জিনজেরল ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ক্যানসার রোধে সহায়তা করে। আদা খাওয়ার ফলে প্রধানত গ্যাস্ট্রো ইনটেস্টাইনাল ক্যান্সার প্রতিরোধ করা সম্ভব। ১০) মস্তিষ্কের কার্যকারিতা উন্নত করে আদা অ্যালঝেইমার্স রোগ প্রতিরোধে আমাদের সাহায্য করে। অক্সিডেটিভ স্ট্রেস এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ আমাদের বার্ধক্য প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে, যার ফলে আমাদের বার্ধক্যজনিত অ্যালঝাইমার্স রোগের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য প্রাণীর উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মস্তিষ্কের প্রদাহজনিত কারণে স্মৃতিহ্রাসে আদার অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং বায়োঅ্যাক্টিভ যৌগগুলি বাধা দেয়। তাছাড়াও মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রেও আদা বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা নেয়। আদা বিশ্বে জাদুকরী বহু গুণের জন্য পরিচিত। রান্নার ক্ষেত্রেও মশলার মধ্যে অন্যতম উপকরণ হলো আদা। খাবার-দাবারে বিভিন্নভাবে এই আদার ব্যবহার করা হয়। আদা খাদ্যে, পানীয় তৈরীতে, আচার তৈরীতে, ঔষধ তথা সুগন্ধি তৈরীতেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

মনচলি চক্রবর্তীর চার'টি কবিতা

নতুন বছর

নতুন বছর নিয়ে আসে
সবার মনে নতুন আশা
নতুন এক সূর্যের অপেক্ষা
উজ্জ্বল এক দিনের প্রত্যাশা।
নতুন বছরে নতুন কিছুর প্রতীক্ষা।
সবার দুঃখ কষ্ট যন্ত্রনার হোক অবসান
ভালবাসা বিশ্বাস আর শান্তি জীবনে করে নিক স্থান।
আশ্রয় আর দুমুঠো অন্নের
হোক অসহায়েরর সংস্থান।

বাংলার বারোমাস

কাঁচা পাকা আম হাসে সবুজ গাছের ডালে
মাস বৈশাখে,
সূর্যের দাবদাহ উতপ্ত করে জৈষ্ঠ্যমাসের
দুপুরকে।

আষাঢ়ে ঘন কালো মেঘের ভেলা
আকাশে করে খেলা।
শ্রাবণ মাসে ঝমঝম শব্দে
বৃষ্টির স্নিগ্ধ ধারা ঝরে।
কাঠ ফাটা রোদ আর তাল পাকার গন্ধ বয়ে
ভাদ্র মাস আসে।

আশ্বিনে আগমনী গান শুনা যায় মায়ের,
শিউলি ফুলের গন্ধ মাখা বাতাসে।
কার্তিকে গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে
সন্ধ্যায় আকাশ প্রদীপ উঠে জ্বলে।

অগ্রহায়ণ হাসে সোনার ধান আলো করে
কৃষকের গোলা ভরে।
পিঠে পুলি আর খেজুর গুড়ের পায়েসের
গন্ধে মন ভরে উঠে পৌষ মাসে।

কনকনে ঠান্ডা হাওয়া আর হিম শীতলতা
আনে মাঘ মাসের ছোঁয়াতে।
ফাল্গুন হাসে বসন্তের আগমনে
পলাশে আর আমের মুকুলে।

সূর্যের তাপ আর চাতকের পিপাসার সাথে
চৈত্রের গাজন চলে।
বারোমাসে বার পরব আর বারোমাসে
বারো জাতের ফল ফুল হাসে।

বারোমাস আসে বাংলার বুকেতে
প্রকৃতির নতুন নতুন রূপেতে।

সারেগামা

সারেগামার সুর
কত মিষ্টি মধুর।
সা ডাকে শোন শোন
রে বলে কেনো?
গা হেসে কয়
মা মধুর সুরে হয়।
পা বলে সুরে গাও
ধা বলে শুনিয়ে যাও।
নি বলে গাইতে যদি নাও পারি
শুনতে তো পারি।
সা হেসে বলে
আনন্দে আমরা একসাথে চলি
আমরা সারেগামারা
একসাথে হাসি খেলি।
ছন্দে তালে হয় সুন্দর মিষ্টি সুর
একসাথে গাইলে লাগে মধুর।

বেড়াল ছানা

বেড়াল ছানা, বেড়াল ছানা
খাবে তুমি দুধের ছানা?
মাংস ভাত নাকি মাছের পোনা?
সেকি কথা, খাবে না কেনো?
চলো আমরা আসি কোথাও ঘুরে
আর কাঁদে না সোনা,খেওনা মাছ আর
চুরি করে।
আয় চলে আয় আমার সাথে
ওই ফুল ফুটেছে গাছে গাছে।
মন খারাপ করে না বেড়াল ছানা
এমনি মিছে মিছে।

রবিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মতুয়া ধর্ম সম্মেলনের কর্মকর্তারা।

ভিড়কে অনুসরণ করবেন না, এমন কিছু করুন যাতে ভিড় আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করে: অমিত শাহ

মুম্বই, ১৬ এপ্রিল(হি.স.) : ভিড়কে অনুসরণ করবেন না, বরং এমন কিছু করুন যাতে ভিড় আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। রবিবার রায়গড় জেলায় আয়োজিত সমাজসেবক আপ্পাসাহেব ধর্মাধিকারীকে মহারাষ্ট্র ভূষণ পুরস্কার দেওয়ার প্রাক্কালে এমনই কথা বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

অমিত শাহ বলেন, আপ্পাসাহেব ধর্মাধিকারী সমাজসেবায় একই রকম কিছু করেছিলেন, যার কারণে আজ তাঁর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এত বিশাল জনসমাগম হয়েছে। রায়গড় জেলায় আয়োজিত সমাজসেবক আপ্পাসাহেব ধর্মাধিকারীকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের হাতে মহারাষ্ট্র ভূষণ পুরস্কার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্দে এবং উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। অমিত শাহ বলেন, প্রথমবারের মতো একজন সমাজকর্মীর সম্মানে এত বিশাল জনসমাগম হয়েছে, যিনি প্রচারের আশা ছাড়াই সামাজিক কাজ করেছেন। আপনারা সবাই এমন উজ্জ্বল সূর্য্যালোকে বসে আছেন, যা আপ্পাসাহেবের প্রতি আপনাদের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করে। ত্যাগ, নিষ্ঠা ও সেবার মাধ্যমেই এমন সম্মান ও আস্থা অর্জন করা যায়। আপ্পাসাহেবের মধ্যে এই সব দৃশ্যমান। আপনাদের ভালবাসা এবং বিশ্বাস তার অর্জনের জন্য সম্মান। অমিত শাহ বলেন, বহু প্রজন্মের নায়করা একই পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, তবে তিনি প্রথমবার দেখলেন যে সমাজসেবার সংস্কৃতি তিন প্রজন্ম ধরে চলতে থাকে। শাহ আরও বলেন, মহারাষ্ট্র দেশকে তিনটি ঐতিহ্য দিয়েছে। এটি মহান ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের পুণ্যভূমি। জাতির জন্য আত্মত্যাগের প্রথা শুরু হয়েছিল ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের মাধ্যমে। মহারাষ্ট্রের মাটি থেকে বীর সাভারকর, বাসুদেব বলওয়ান্ত ফাড়কে, চাপেকর ভাই এবং লোকমান্য তিলকের মতো মানুষ দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। রামদাস থেকে তুকারাম মহারাজ থেকে শুরু করে নামদেব মহারাজ, ভক্তির আরেকটি ঐতিহ্য দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সবসময় কাজ করেছে। তৃতীয় পরম্পরা হল সামাজিক পরিবর্তন, তা মহাত্মা ফুলে, সাবিত্রীবাই ফুলে, ডক্টর বাবাসাহেব আম্বেদকর বা মহারাষ্ট্র থেকে শুরু হওয়া সামাজিক আন্দোলনই হোক না কেন। সমাজসেবার ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজটি করেছেন আপ্পাসাহেব।এই পুরস্কারের জন্য রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন আপ্পাসাহেব ধর্মাধিকারী। তিনি ঘোষণা করেছেন যে এই পুরস্কার থেকে প্রাপ্ত ২৫ লক্ষ টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করা হবে।

মণিপুরে ৩.৬ প্রাবল্যের মৃদু ভূমিকম্প

ইমফল, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : মণিপুরে ৩.৬ প্রাবল্যের মৃদু ভূমিকম্প হয়েছে। আজ রবিবার সকাল ০৭:২২টায় রাজ্যের ননে জেলা ৩.৬ প্রাবল্যের ভূমিকম্প অনুভূত হলেও আতংকের সৃষ্টি হয় গোটা জেলা সহ পার্শবর্তী এলাকায়। তবে ভূমিকম্পে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি (এনসিএস) একটি ফটো পোস্ট করে তাদের অফিশিয়াল টুইটার হ্যান্ডলে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে জানিয়েছে, আজ ১৬ এপ্রিল সকাল ০৭:২২টায় মণিপুরের ননে জেলা রিখটার স্ক্যালে ৩.৬ মাত্রার একটি ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। সংঘটিত ভূমিকম্পের উৎসস্থল জেলার উত্তর-উত্তরপূর্বে ভূগর্ভের ১০ কিলোমিটার গভীরে ২৪.৮৪ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৩.৬৯ দ্রাঘিমাংশে ছিল।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, সাম্প্রতিককালে ঘন ঘন ভূমিকম্প হচ্ছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে। গত ২০ ফেব্রুয়ারি ৩.৬ প্রবল্যের ভূমিকম্পে কেঁপেছে মণিপুরের তামংলং জেলা ও পার্শবর্তী অঞ্চল। অনুরূপভাবে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ৩.৮ তীব্রতার ভূমিকম্প হয়েছে অরুণাচল প্রদেশের পশ্চিম কামেং জেলা। এছাড়া ১৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯-টা ২৬ মিনিট ২৯ সেকেন্ডে কেঁপে উঠেছিল শিলং সহ রাজ্যের পূর্ব খাসি পাহাড় জেলার বিভিন্ন এলাকা। ওই দিন সংঘটিত ভূমিকম্প রিখটার স্ক্যালে ৩.৯ ধরা পড়েছিল। এভাবে ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮ ঘণ্টার মধ্যে ৪.০ প্রাবল্যের দ্বিতীয় ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছিল মধ্য অসমের হোজাই জেলা সদর এবং সিকিমের ইউকসোম শহর।

গোয়ালপাড়ায় যাত্রীবাহী বাস থেকে উদ্ধার বিপুল পরিমাণের বিস্ফোরক, আটক এক

গোয়ালপাড়া (অসম), ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : নিম্ন অসমের গোয়ালপাড়া জেলার কৃষ্ণাইয়ে যাত্রীবাহী 'রাজধানী এক্সপ্রেস' নামের একটি বাস থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছে বিপুল পরিমাণের বিস্ফোরক। এর সঙ্গে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে কৃষ্ণাই থানার পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে আজ (রবিবার) এএস ২৫ এসি ৫৪৭৫ নম্বরের 'রাজধানী এক্সপ্রেস' নামের একটি যাত্রীবাহী বাসে তালাশি চালিয়ে মোট ১, ১৬২টি জিলেটিন স্টিক এবং ৯৯৮টি ডেটোনেটর উদ্ধার করা হয়েছে। এগুলি মেঘালয়ের খাসিপাহাড়ের লুটুমবাড়ি এবং অসমের হাটশিঙিমারি নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল।

পুলিশ অফিসার জানান, বিস্ফোরক পাচারের অভিযোগে বাসের এক যাত্রী মেঘালয়ের পশ্চিম গারোপাহাড়ের রাজাবালার বাসিন্দা জনৈক আব্দুল মালেককে গ্রেফতার করা হয়েছে। জানান, আব্দুল মালেক কোনও সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সঙ্গে জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাছাড়া, বিস্ফোরক পাচারের ঘটনায় পরবর্তী ইনপুট উদ্ধার করতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিখোঁজ বি.টেক ছাত্রের দেহ উদ্ধার

ডুয়ার্স, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : নববর্ষের দিন বন্ধুদের সঙ্গে তোর্সা নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গিয়েছিল উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র সম্রাট ঘোষ (১৯)। দীর্ঘ তল্লাশির পর অবশেষে তোর্সা নদী থেকে উদ্ধার উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিটেক প্রথম বর্ষের ছাত্রের দেহ। রবিবার সকালের ফের তল্লাশির পর তোর্সা নদী থেকে উদ্ধার হয় সম্রাট ঘোষের দেহ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার তোর্সা নদীতে বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করতে নেমেছিলেন সম্রাট। কিছুক্ষণ পর থেকে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। বন্ধুদের দাবি, স্নান করতে নেমেই তলিয়ে যায় সম্রাট। তাঁর সঙ্গে আরও তিন জনও তলিয়ে গিয়েছিলেন বলে খবর। শনিবার ৩ ছাত্রকে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করেন। কিন্তু খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না সম্রাটের। শনিবার স্থানীয় বাসিন্দারা খোঁজ করেন, ডুবুরি নামিয়েও চলে তল্লাশি। দীর্ঘক্ষণ খোঁজার পরও ব্যর্থ হন উদ্ধারকারীরা। সন্ধ্যা নেমে যাওয়ায় উদ্ধারকার্য্য বন্ধ করে দেন তাঁরা। রবিবার সকাল থেকেই ফের শুরু হয় তোর্সা নদীতে তল্লাশি। স্পিড বোর্ড নামিয়ে শেষে উদ্ধার হয় সম্রাটের দেহ। গোটা ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন সম্রাটের মামা সঞ্জিত গোঁপ। তিনি বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয় গিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বললে, তাঁরা কিছু বলতে চাননি।" তিনি বলেন, "বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীরা বললেন, পায়ে কি শিকল বেঁধে রাখব ওদের? এই কথাটা অত্যন্ত আপত্তিকর। ঙ্র

১০ হাজারের উপরেই দেশের দৈনিক করোনা সংক্রমণ

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল(হি.স.) : টানা চারদিন দেশে ১০ হাজারের বেশি দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। রবিবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১০ হাজার ৮৯ জন। মৃত্যু হয়েছে ১৯ জনের। সুস্থ হয়েছেন ৬ হাজার ২৪৮ জন। করোনা সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৩ হাজার ৮২২ জন। দেশে এখনও পর্য্যন্ত করোনা সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৫৭ হাজার ৫৪২ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শনিবার দেশে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন ১০ হাজার ৭৫৩ জন। অর্থাৎ আক্রান্তের সংখ্যা আগের দিনের তুলনায় কম। কিন্তু এর পাশাপাশি চিন্তা বাড়াচ্ছে মৃত্যুর সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় দেশে মৃতের সংখ্যা ১৯ জন। আপাতত দেশে জুড়ে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৫৭ হাজার ৫৪২ জন।

এদিকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভয়াবহ হয়ে উঠছে রাজধানীর করোনা সংক্রমণ। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এক হাজার ৩৯৬ জন। নমুনা পরীক্ষায় শনাক্তের হার বেড়ে হয়েছে ৩১.৯ শতাংশ। অর্থাৎ প্রতি তিন জনের নমুনা পরীক্ষায় একজনের শরীরে প্রাণঘাতী ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে।

নিয়োগ দুর্নীতিতে বিভাস অধিকারীকে নিজাম প্যালেসে তলব করল সিবিআই

কলকাতা, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : এবার বিভাস অধিকারীকে তলব করল সিবিআই। গতকাল নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তল্লাশি চালিয়ে যে নথি উদ্ধার হয়েছে সেই সংক্রান্ত জিজ্ঞাসাবাদের জন্যই রবিবারই তাঁকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার তদন্তে শনিবার মোট ৬ জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে সিবিআই। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার তল্লাশি চালানো এই ছ'টি জায়গার মধ্যে চারটি জায়গাই বিভাসের বলে জানা গিয়েছে। সিবিআই সূত্রে খবর, গতকাল নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তল্লাশি চালিয়ে যে নথি উদ্ধার হয়েছে সেই সংক্রান্ত জিজ্ঞাসাবাদের জন্যই এ দিনের হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁকে। এর আগে ইডি তলব করেছিল বিভাস অধিকারীকে। তবে সিবিআই এই প্রথম তাঁকে ডেকে পাঠাল। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা স্পষ্ট করছেন বিভাস অধিকারী অন্যতম মাস্টার মাইন্ড। কারণ ২০১২ থেকে ২০১৮ পর্য্যন্ত বেঙ্গল টিচার্স ট্রেনিং অ্যাসোসিয়েশনের মাথায় ছিলেন বিভাস। শুধু নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতি নয়, বিএড, ডিএলএড, কলেজে অনুমোদন পাইয়েও দিতেন তিনি। সব মিলিয়ে বেশ কয়েক কোটি টাকা নিজের পকেটে পুরেছিলেন বিভাস এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা।

প্রসঙ্গত, এই বিভাস অধিকারী নিজেকে সৎসঙ্গের সঙ্গে যুক্ত একজন ঋত্ত্বিক বলে পরিচয় দিত। বীরভূমে একটি আশ্রমও বানিয়ে ফেলেছে বিভাস।যদিও ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের সৎসঙ্গ আশ্রম থেকে জানানো হয়, বিভাসের তৈরি ওই আশ্রমের সঙ্গে অনুকূলচন্দ্রের সৎসঙ্গের কোনও যোগ নেই। বিভাসের আশ্রমটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত একটি ট্রাস্ট।

সিউড়িতে শাহের অভিযোগের পাল্টা জবাব তৃণমূলের

সিউড়ি, ১৬ এপ্রিল(হি.স.): কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতি ও আর্থিক বঞ্চনার প্রতিবাদে আজ রবিবার বিশাল জনসভা সিউড়ি ইরিগেশন কলোনির মাঠে ন বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে এই জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। থাকার কথা বিধায়ক সোহমের। এর পাশাপাশি থাকবেন রাজ্যের ও বীরভূম জেলা তৃণমূল নেতৃবৃন্দ।

শুক্রবার তৃণমূল নেতৃত্ব ঠিক করে বীরভূমের সিউড়িতে অমিত শাহের পাল্টা সভা করা হবে। এদিনের জনসভায় উপস্থিত থাকার জন্য বীরভূম সাংগঠনিক জেলা থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে। তিনিও জানান, পাল্টা সভার কথা। সভায় যাতে অমিত শাহের জনসমাবেশের থেকে লোক জমায়েত বেশি হয়, তার জন্য দাঁত কামড়ে নেমেছে তৃণমূল।

ওইদিনই অমিত শাহের ভাষণের পরপরই তৃণমূল নেতৃত্ব পালটা প্রতিক্রিয়া জানাতে শুরু করে। বিশেষত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেককে নিশানা করায় তেড়েফুঁড়ে উঠেছেন তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা। তৃণমূল নেত্রী শশী পাঁজা বলেন, আমাদের দল বঞ্চনার যে প্রশ্নগুলি তুলছে, তার একটিরও জবাব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেননি। ১০০ দিনের কাজের টাকা নিয়ে রাজ্যের দাবিতেও নিরুত্তর ছিলেন অমিত শাহ।

গত শুক্রবার বীরভূমে সভা করে রাজ্য থেকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ৩৫টি আসনের আর্জি জানিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার তাঁর সেই আবেদনকে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এদিনের সভা থেকে তিনি বলেন, পিছন দরজা দিয়ে রাজ্যে ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করছে বিজেপি। কিন্তু এবার ফিনিশ হবে।

লোকসভা ভোটে বাংলায় যে সব আসনে অতত্ত্য কম ব্যবধানে বিজেপি হেরেছিল, ২০২৪ সালের ভোটে সেই আসনগুলিকে পাখির চোখ করতে চাইছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। আর শুক্রবারের জনসভায় থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেই ৩৫ টি আসন পাওয়ার কথাই বলেন। যার উত্তরে রবিবার সিউড়িতে পাল্টা সভার আয়োজন করে ফিরহাদ বলেন, উনি আগের বার বাংলার এসে বলেছিলেন ২০০ পার। কিন্তু বাংলা ওনাকে পগার পার করে দিয়েছিল। আর এবারে পুরো ফিনিশ করে দেবে। মেয়র ফিরহাদ হাকিমের মতে, বিজেপি পিছন দরজা দিয়ে বাংলায় ক্ষমতায় আসতে চাইছে। কিন্তু বাংলার মানুষ ফিরিয়ে দিচ্ছে।

আটক দুই পাচারকারী

কামরূপ (অসম), ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : দক্ষিণ কামরূপের সোনতলি এলাকায় গরু পাচারকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযানে উদ্ধার হয়েছে আটটি গরু। গরু পাচারের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে আটক করা হয়েছে দুই তস্করকে।

পুলিশের হাতে ধৃত দুই গরু পাচারকারী যথাক্রমে গড়ইমারিরর লাড়ুয়াজান গ্রামের বিলাল হুসেন এবং আমিনুল হক। জানা গেছে, গরুগুলো দক্ষিণ বরপেটা জেলার কাশুমারা আন্দাভাঙা সাপ্তাহিক বাজার থেকে কিনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

খবর পেয়ে গতকাল শনিবার অভিযান চালায় দক্ষিণ কামরূপ পুলিশ। ওই অভিযানে দুজনকে আটক করে তাদের বিরুদ্ধে 'দ্য আসাম ক্যাটেল প্রিজার্ভেশন (অ্যামেন্ডমেন্ট বিল)-২০২১'-এর সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। আজ রবিবার উভয় গবাদি পশু পাচারকারীকে আদালতে তোলা হয়। আদালত তাদের জেলে পাঠিয়েছে।

অসম ছেড়ে পালানোর সময় গ্রেফতার মালিগাঁও হত্যা-মামলার মূল আসামি

গোয়ালপাড়া (অসম), ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : অসম ছেড়ে বহিঃরাজ্যে পালানোর সময় গ্রেফতার করা হয়েছে গুয়াহাটির মালিগাঁও হত্যা-মামলার মূল আসামিকে। চাঞ্চল্যকর মালিগাঁও বিহুতলি হত্যা-মামলার মূল অভিযুক্তকে আজ ধুবড়ি জেলার গৌরীপুর থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতকে রবিউল আলি বলে পুলিশ শনাক্ত করেছে।

গতকাল পয়লা বৈশাখের দিন মালিগাঁওয়ে রেলওয়ে স্টেডিয়ামের কাছে বিহুতলিতে গায়ক ভৃগু কাশ্যপের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কোনও বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটির পর জনৈক শ্রীমন্ত তালুকদারকে ছুরিকাঘাত করেছিল অজ্ঞাতপরিচয় দুর্বৃত্ত। ছুরিকাঘাতের পর শ্রীমন্তকে নিয়ে যাওয়া হয় গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। কিন্তু মেডিক্যালের ডাক্তাররা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ওই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে রবিউল আলি নামের অভিযুক্ত অপরাধ করে রাজ্য থেকে পালিয়ে গৌরীপুর হয়ে পশ্চিমবঙ্গে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আজ সকালে সে গৌরীপুরে পৌঁছেছে বলে গোপন খবর পায় পুলিশ। সে অনুযায়ী গোলোকগঞ্জ থানার ওসি প্রণব কুমার ডেকার নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল গোলকগঞ্জের নন্দনীরপাড়ে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করেছে। ধৃত খুনি-যুবক গোলকগঞ্জ পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।

তীব্র দহনের মাঝে আচমকা টর্নেডোর আতঙ্ক ছড়াল হলদিয়ায়

হলদিয়া, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : হু হু করে চড়ছে তাপমাত্রার পারদ। বাতাসে বইছে লু। বৃষ্টি তো দূর অস্ত, আগামী কয়েকদিন দহনজ্বালা আরও বাড়বে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। এর মাঝেই রবিবার দুপুরে টর্নেডোর আতঙ্ক ছড়াল পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়ায়। স্থানীয় টর্নেডোতে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর নেই। রবিবার দুপুরে তাপপ্রবাহের জেরে শুনশান রাস্তা। আচমকা হলদিয়া সিটি সেন্টার মোড়ের চৌরাস্তায়, বাস স্ট্যান্ডে কাছে হঠাৎ দেখা গেল টর্নেডো। রাস্তার ধুলো ঘূণি ঝড়ের মতো ঘুরপাক খেয়ে উঠছে আকাশে। টর্নেডোর মতো ঘূর্ণির টানে রাস্তার জঞ্জাল ধুলো ঘুরপাক খেতে খেতে উঠে যাচ্ছে আকাশে। আশপাশে থাকা স্থানীয়রা বিষয়টি দেখতে পেয়ে ব্যাপক আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। যদিও দূরে থেকেই নিজেদের মোবাইলে ক্যামেরা বন্দি করতে থাকেন সেই দৃশ্য।

মনে করা হচ্ছে সাংঘাতিক গরমে তেতে উঠেছে ভূপৃষ্ঠ। তার জেরে মাটির ঠিক উপরের হাওয়া মারাত্মক গরম হয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করতে এই টর্নেডোর সৃষ্টি হয়। পাক খেতে খেতে উল্লম্বভাবে গরম হাওয়া ওপরে উঠতে থাকে। সেই গরম হাওয়ার সঙ্গে ধুলো জঞ্জালও ঘুরপাক খেতে খেতে উপরে উঠলে ধুলো ঝড় ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়। একে বলা হয় মেসো টর্নেডো বা স্থানীয় টর্নেডো।

সিবিআই-এর নজরে এবার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণের শ্যালক নিতাই সাহা ও ছায়াসঙ্গী নির্বাণ দত্ত

বড়ঞা, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে এবার নজরে বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার শ্যালক নিতাই সাহা। তিনি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক। বাড়ি থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে শিক্ষকতা করেন। কীভাবে নিতাই সাহার চাকরি প্রাপ্তি, নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে কতটা তাঁর প্রভাব, খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। পাশাপাশি সিবিআইয়ের নজর রয়েছে আন্দির বাসিন্দা জীবনের ছায়াসঙ্গী নির্বাণ দত্তর উপরও।২০২২ সালের মার্চ মাসে স্কুলে যোগ দেন জীবনকৃষ্ণ সাহার শ্যালক নিতাই সাহা। কীভাবে নিতাই সাহার চাকরি প্রাপ্তি, নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে কতটা তাঁর প্রভাব, খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। সবথেকে উল্লেখযোগ্য, নিমাই যে সময়ে চাকরিতে যোগ দিয়েছেন, অর্থাৎ ২০২২ সালের মার্চ মাস, তখন কোনও নিয়োগপ্রক্রিয়া সে অর্থে চলছিল না। তিনি কোন সালে টেট পরীক্ষা দিয়েছিলেন, সেটাও স্পষ্ট নয়। পাশাপাশি এটাও জানা গিয়েছে, যে স্কুল নিয়ে শিক্ষকতা করতেন, সেখানে কোনও শূন্যপদও ছিল না। কারণ স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকরাও শূন্যপদের বিষয়ে কিছু জানতেন না। নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার বাড়ির পাশাপাশি তাঁর শ্বশুরবাড়িতেও তল্লাশি চালায় সিবিআই।এদিকে, নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করেছেন আন্দির বাসিন্দা জীবনের ছায়াসঙ্গী নির্বাণ দত্ত। কোথাও গেলে জীবনকৃ তাঁকেই সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। আন্দিতে তাঁর একটি জেরক্সের দোকানও রয়েছে। জীবন সাহা সমস্ত জেরক্স করাতেন তাঁর দোকন থেকেই। চাকরির জন্য অনেকেই যে জীবনের কাছে আসতেন, তা স্বীকার করেছেন নির্বাণ। তিনি বলেন, “আমাকে ছোট থেকেই ভালবাসত। ছোটবেলায় পাড়ার সরস্বতী পুজোর সময় থেকেই চিনতাম। বিধায়ক হওয়ার আগে সম্পর্ক ছিল। ভোটের সময়ে অনেক কাগজপত্র জেরক্স করেছেন।”এখনও বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার বাড়িতে তল্লাশি চলছে। খানাতল্লাশিতে পুকুর থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি মোবাইল। এখনও আরেকটি মোবাইলের খোঁজে চলছে তল্লাশি। (এই দুটি মোবাইলই শনিবার পুকুরে ফেলে দিয়েছিলেন বিধায়ক)। জীবনের বাড়িতে এখনও চলছে তল্লাশি। দন্তকারী সংস্থার দু’টি দলের মোট ১২ জন তদন্তকারী আধিকারিক বিধায়ককে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। জীবনকৃষ্ণের একাধিক ঘর এবং অফিসে তল্লাশি চলছে।

মাথাভাঙ্গা শহর পরিক্রমা করে বেলুড় মঠের শাশ্বত ভারত রথ

মাথাভাঙ্গা, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : বেলুড় মঠের শাশ্বত ভারত রথ রবিবার সকালে মাথাভাঙ্গা শহর পরিক্রমা করে। স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা যুব সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে ২০১৩ সাল থেকে ভারত পরিক্রমা করা রথটি শনিবারই মাথাভাঙ্গা শহরের শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সেবাসদনে এসে পৌঁছয়। রথটিকে মাথাভাঙ্গা শহরে স্বাগত জানায় মাথাভাঙ্গা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসদনের সদস্য ও ভক্তরা।

সেবা সদনের সম্পাদক সুধাংশু দাস বলেন, ২০১৩ সালে বেলুড় মঠের উদ্যোগে স্বামীজির ভাবধারা গোটা দেশে ছড়িয়ে দিতে রথটি পরিক্রমা শুরু হয়। রথটি এবছর গোটা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা পরিক্রমা করে শনিবার ফালাকাটা হয়ে মাথাভাঙ্গা শহরে পৌঁছোয়। রবিবার শহরের শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সেবা সদন থেকে সুসজ্জিত রথটিকে নিয়ে শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। বর্তমান সময়ে যুব সমাজকে সঠিক দিশা দেখাতে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারা যুব সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বলে উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে। এদিন শোভাযাত্রা শেষে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সদনে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে আলোচনায় অংশ নেন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী প্রভলানন্দজি মহারাজ ও সুদীপ মহারাজ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজনীতিতে মুখ্যমন্ত্রিদের ভূমিকা

● প্রথম পাতার পর

বিধায়করা ক্ষমতার চেয়ারে বসার জন্য পাগল হয়ে যান। সেই কংগ্রেসীরাই দল বদল করে সিপিএমের সঙ্গে রাজ্যে সরকার গঠন করে। এই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন প্রফুল্ল কুমার দাস। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার কিছুদিন পরই অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিছানায় শুয়ে শুয়েই তিনি মুখ্যমন্ত্রীত্ব চালিয়ে গিয়েছেন। এই নড়েবড়ে সরকারের সামনে সহসাই বিপদ ঘনিয়ে আসে। সমীর রঞ্জন বর্মণ, রাধিকা রঞ্জন গুপ্ত রাতারাতি জনতা দলে যোগ দেন। সিপিএম সেখানেও রাজনীতির খেলা চালিয়ে যায়। সরকার টিকবে না জেনেও রাধিকা রঞ্জন গুপ্তের নেতৃত্বে জনতা সিপিএম কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। এই সরকারের মেয়াদ ছিল মাত্র তের দিন। তের দিনের মাথায় সিপিএম রাধিকা রঞ্জন গুপ্তের সরকারের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। ধপাস করে পড়ে যান রাধিকা রঞ্জন। কোয়ালিশন রাজনীতির এই নির্মম অভিজ্ঞতা এরাজ্যে রাজনৈতিক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া এনে দেয়। শচীন্দ্র লাল সিংহের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ইন্দিরা গান্ধী ত্রিপুরায় বামপন্থীদের বিশাল রাজনৈতিক সুযোগ করে দেন। যদি শচীন্দ্র লাল সিংহের সাথে সংঘাত না হত তাহলে ত্রিপুরার রাজনীতির গতি নতুন খাতে বইত কি না সন্দেহ। সুতরাং একথা স্বীকার করে নিতে হয় যে, জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রিদের মধ্যে শচীন্দ্র লাল সিংহ অন্যতম। এই ইতিহাসকে অস্বীকার করে রাজনৈতিক সমীক্ষা কার্যত সুফল দেবে না।

১৯৭৭ সালে ত্রিপুরার রাজনীতির আকাশে নতুন সূর্যোদয় হয়। ক্ষমতালোভী কংগ্রেসীদের কান্ডকীর্তি, ক্ষমতার জন্য নগ্ন আচরণ রাজ্যের মানুষকে ক্ষুব্ধ করে। সিপিএম জনতা এবং সিএফডির সাথে কোয়ালিশন সরকারে গিয়েছিল একটি কৌশলগত কারণে। লোভী জনতা সিএফডি বিধায়করা ক্ষমতার পিছনেই দৌঁড়িয়েছে, তাঁদের সামনে কোন রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল না। সাময়িক লাভালাভের কারণে তাঁরা মানুষের কাছে ক্ষমতালিপ্সু হিসেবেই পরিগণিত হয়েছে। পরপর দুটি কোয়ালিশন সরকারে গিয়ে সিপিএম রাজ্যের মানুষকে এটাই বোঝাতে চেয়েছে যে আমরা মানুষের জন্য লড়াই করছি। আমরা ক্ষমতা চাই না, আমরা মানুষের সান্নিধ্য চাই। এই অনুভূতি রাজ্যের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে। আর এজন্য দেখা গেল ১৯৭৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম বা বামফ্রন্ট বিপুল আসন নিয়ে ক্ষমতায় আসে। মুখ্যমন্ত্রী হন নৃপেন চক্রবর্তী। কংগ্রেসের দীর্ঘ একচ্ছত্র শাসনের পর দুই দুইটি কোয়ালিশন সরকারের ব্যর্থতা ত্রিপুরায় বাম রাজনীতির নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। ১৯৭৭ থেকে দীর্ঘ দশ বছর টানা মুখ্যমন্ত্রিত্ব করেছেন বামফ্রন্টের তুখড় রাজনীতিবিদ নৃপেন চক্রবর্তী। বামফ্রন্টের দীর্ঘ শাসনে গরীব মেহনতি মানুষের জন্য যে ওয়াদা ছিল তা কতটা বাস্তবায়িত করা গিয়েছে এনিয়ে প্রশ্ন বা বিতর্ক থাকতে পারে। তবে, এটা ঠিক শ্রমিক শ্রেণীর মধ্য একটা প্রাপ্তির লক্ষণ দেখা গিয়েছে। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের আধিপত্য কায়েম হয়েছিল। সরকারি কর্মচারীদের মধ্যেও যারা তলে তলে বামপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন তাঁরাও উদ্ধত্য দেখিয়েছেন। সরকারি আমলারা প্রতিনিয়ত তটস্থ থাকতেন। নৃপেন চক্রবর্তী সেটা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। আর তখনই তিনি নতুন করে পদক্ষেপ নিতে চেষ্টা করেছেন। শ্রমিক কর্মচারীরা তখন শ্লোগান দিতেন এই সরকারকে চোখের মণির মতো রক্ষা করতে হবে। বিভিন্ন সরকারি অফিসে কর্মচারী নেতাদের দাপট, সময়মতো অফিসে না আসা ইত্যাদি কারণে কর্মসংস্কৃতি লাটে উঠেছিল। নৃপেন চক্রবর্তী সেখানে বুঝেও কঠোর ভূমিকা নিতে দ্বিধা করেছেন। কারণ তখন সরকারী কর্মচারীরা বলতেন তাঁরাই সরকারটা এনেছেন। (চলবে)

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

বর্ষবরণ উৎসব অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজীব ভ-াচার্য। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিধায়ক সুশান্ত দেব। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিশালগড় পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন অ’ন পুরকায়স্থ, সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক বিশাল কুমার প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন বর্ষবরণ উদযাপন কমিটির চেয়ারম্যান জিতেন্দ্র চন্দ্র সাহা। বর্ষবরণ উৎসব উপলক্ষে মে’ তথ্য ও সংস্ক’তি দপ্তর সহ রাজ্যের নানা প্রান্তের শিল্পীগণ নানা সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন। উল্লেখ্য, তথ্য ও সংস্ক’তি দপ্তর এবং বিশালগড় পুরপরিষদের সহযোগিতায় বিশালগড় বর্ষবরণ উৎসব কমিটি এই বর্ষবরণ উৎসবের আয়োজন করে।

জামাইকে

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ ফজলু হককে তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বেধড়ক মারপিট চালায়। এমনকি ফজলু হকের ১৫ বছরের ছেলেও ফজলু হককে মারধর করে বলে অভিযোগ। এমনকি ফজলু হকের মুখের মধ্যে বিষ ঢেলে দেয়। এরপর স্থানীয়রা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে কৈলাশহর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরকে জানালে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়.।

এরপর উনি সুস্থ হয়ে নিজ বাড়ি অর্থাৎ ধলাই জেলার ময়নামা বাঙালিপাড়ায় চলে যান। উক্ত বিষয় নিয়ে আজ কৈলাসহর ইরানি থানায় একটি লিখিত আকারে অভিযোগ দায়ের করেন। ফজলু হক তার শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে পাশাপাশি ন্যায্য বিচারের দাবিতে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়।

চাকরির

● প্রথম পাতার পর

এর পরেই শুরু হয়েছে উত্তীর্ণদের ইন্টার্ভিউ।

কিন্তু বিধানসভা নির্বাচন দোরগোড়ায় এই প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হয়। ইতিমধ্যে নির্বাচন শেষে ফল প্রকাশ হয়ে গেছে দেড় মাস। অভিযোগ , এখনও নতুন করে প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। এই অবস্থায় প্রক্রিয়া শুরু করে নিয়োগ শেষ করার দাবিতে ফের আন্দোলনে নামলেন জে আর বি টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের একাংশ। রবিবার তারা আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনে প্রতিবাদ কর্মসূচীতে অংশ নেয়।

অনুব্রত মন্ডলের জন্য মনখারাপ সোহমের

সিউড়ি, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : অনুব্রতহীন বীরভূমে এসে মনখারাপ তৃণমূলের তারকা বিধায়ক সোহম চক্রবর্তীর। রবিবার বীরভূমের সিউড়ির বেণীমাধব হাই স্কুলের সভামঞ্চে বললেন, ”সুন্দরবন গিয়ে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার না দেখলে যেমন খারাপ লাগে, তেমনই বীরভূমে এসে কেষ্টদাকে না দেখে খারাপ লাগছে।” এর আগে ফিরহাদ হাকিমও অনুব্রতকে বাঘ বলে উল্লেখ করেছিল। সোহমের এই বক্তব্যে অনেকেই ফিরহাদ হাকিমের কথার সুর খুঁজে পাচ্ছেন।গরু পাচার আপাতত তিহাড় জেলে বন্দি অনুব্রত মণ্ডল। অনুব্রতহীন বীরভূমে দলের পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে। শুক্রবার সিউড়িতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর পালটা সভা হিসেবে রবিবার সেই একই জায়গায় জনসভা করেছেন ফিরহাদ। সভায় জেলার সাংসদ, বিধায়ক ছাড়াও ছিলেন তৃণমূলের তারকা বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী। এদিন সিউড়ির বেণীমাধব হাই স্কুলের সভামঞ্চে সোহম বললেন, ”এতদিন পর আজ বীরভূমে এসে আমার ভাল লাগছে না। কেষ্টদাকে মিস করছি খুব। সুন্দরবন গেলে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার না দেখলে যেমন খারাপ লাগে, তেমনই বীরভূমে এসে কেষ্টদাকে না দেখে খারাপ লাগছে।”অনুব্রত মণ্ডলকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই জেলবন্দি করা হয়েছে বলে বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললেন সোহম। অর্থাৎ আরও একবার তাঁরা বোঝালেন, গোটা দল এখনও অনুব্রতর পাশেই।প্রসঙ্গত, অনুব্রত গ্রেফতার হওয়ার পর প্রথমবার বীরভূমে সভা করতে গিয়ে জেলা সভাপতিকে ‘বাঘ’ বলে তুলনা করেছিলেন ফিরহাদ। বলেছিলেন, ”রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে বেশিদিন খাঁচায় বন্দি রাখা যায় না।’

রঙিয়ায় মাদক কারবারি গ্রেফতার

রঙিয়া (অসম), ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : কামরূপ গ্রামীণ জেলান্তর্গত রঙিয়ায় পুলিশের জালে ধরা পড়েছে এক মাদক কারবারি। পুলিশের হাতে ধৃত মাদক কারবারিকে রঙিয়া বালাগাঁওয়ের বাসিন্দা কমরুল জামান বলে পরিচয় শনাক্ত হয়েছে।

এক সূত্রের মাধ্যমে খবর পেয়ে আজ রবিবার সাতসকালে রঙিয়া থানার ওসি ভাস্করমল্ল পাটোয়ারির নেতৃত্বে পুলিশ অভিযান চালিয়েছিল। ওই অভিযানে ১১ গ্রাম হেরোইন সহ কমরুল জামানকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তার বসতবাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে নগদ লক্ষাধিক টাকাও উদ্ধার করা হয়েছে।

কমরুল জামানকে রঙিয়া থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

বাকসায় নিজের যৌনাঙ্গচ্ছেদ দুই সন্তানের পিতার

বাকসা (অসম), ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : বাকসা জেলার উলুবাড়ি শান্তিপুরে ধারালো ছুরি দিয়ে নিজের যৌনাঙ্গ কেটে ফেলেছেন দুই সন্তানের বাবা। উলুবাড়ি শান্তিপুরের বাসিন্দা রাজেশ দাস (৩৬) নামের এক ব্যক্তি নিজেই সংগঠিত করেছেন এই ঘটনা।

জানা গেছে, রাজেশ দাসের স্ত্রী প্রায় দেড় বছর আগে অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। এর পর থেকে রাজেশ মানসিকভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছিলেন না। এরই জেরে নাকি গতকাল শনিবার গভীর রাতে হঠাৎ তিনি তাঁর যৌনাঙ্গ কেটে ফেলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন।

আজ রবিবার সকালে তাকে তার বাড়ির একটি ঘরে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। এর পর বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে ১০৮ অ্যাম্বুলেন্সে করে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যান। ঘটনাকে ঘিরে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

আমরা বাপুর দেখানো পথেই আছি, রাজঘাটে বললেন কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল(হি.স.) : আজ সিবিআই-এর সামনে হাজির হওয়ার আগে মহাত্মা গান্ধীর সমাধিস্থল রাজঘাটে যান আম আদমি পার্টির প্রতিষ্ঠাতা তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এদিন টুইটারে তিনি বলেছেন, তিনি রাজঘাটে এসে বাপুর আশীর্বাদ নিয়েছেন। আমরা বাপুর দেখানো পথেই আছি। আমরা অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সত্যের পথে আছি। শেষ পর্যন্ত সত্যেরই জয় হবে।তাঁ সঙ্গে ছিলেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান এবং সাংসদ সঞ্জয় সিং ছাড়াও দলের অন্যান্য নেতারাও। সিবিআই অফিসে পৌঁছানোর আগে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে কেজরিওয়াল বলেন, বিজেপির লোকেরা বলছে যে তাকে গ্রেফতার করা হবে। অন্যদিকে দিল্লির বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ করছেন দলীয় কর্মীরা। দলের বিধায়ক নরেশ বালিয়ান এবং প্রবীণ কুমারকে বিক্ষোভের মধ্যে পুলিশ আটক করেছে।

সিবিআই

● প্রথম পাতার পর

সিবিআইয়ের জিজ্ঞাসাবাদ ঘিরে সরগরম ছিল দিল্লি। সিবিআই দফতরের বাইরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছিল। জারি করা হয়েছিল ১৪৪ ধারা। জিজ্ঞাসাবাদের বিরোধিতা করে রবিবার মধ্য দিল্লির লোধি রোডের কাছে সিবিআই দফতরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন রাঘব চাড্ডা, সঞ্জয় সিংহ-সহ আপ নেতারা। তাঁদের আটক করা হয়েছিল। পরে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

গৃহবধূর পেটে

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্তরা পলাতক।

তাদেরকে আটক করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। গৃহবধূকে হত্যার চেষ্টার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। এদিকে আক্রান্ত গৃহবধূ বর্তমানে কৈলাশহর জেলা হাসপাতালে জীবন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।

দাবদাহ থেকে নিস্তার দিতে বাজারে হাতপাখার জুড়ি নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৬ এপ্রিল।। কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের নিজ নিজ সংসারে উপার্জন কেবলমাত্র সরকারের উপর নির্ভরশীল নয়। পূর্ব পুরুষদের শেখানো পন্থা”কে অনুসরণ করে কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের উন্নয়ন তথা জীবন জীবিকার মান নির্বাহ করার একটা প্রয়াস করে থাকে। এমনটাই এক দৃশ্য পরিলক্ষিত হল দাবদাহ গরমের মধ্যে নিজের হাতে পাখা ও খাড়া তৈরি করে বিক্রি। তাও আবার তেলিয়ামুড়া মহকুমার ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের অধীনস্থ রঙ্গিয়া টিলা গুচ্ছগ্রাম এক উপজাতি পরিবারের মধ্য থেকে বিরল এই দৃশ্য। যেকোন মানুষ সরকারি কিংবা পূর্ব পুরুষদের শেখানো পন্থা কে অনুসরণ করে জীবন জীবিকার মান ধরে রাখার জন্য প্রতিনিয়তই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হচ্ছে। হোক না কায়িক শ্রম বিনিময় করে, নতুবা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। পূর্বপুরুষদের শেখানো পথ অনুসরণ করে জীবন জীবিকার মান উন্নয়নের জন্য বহু পথ যে খোলা রয়েছে তার এক দৃষ্টান্ত উঠে এলো মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের অধীন রঙ্গিয়াটিলা গুচ্ছগ্রামে এক প্রবীন আদিবাসী ঘর থেকে। পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পাখা ও খাড়া তৈরি করার পদ্ধতি শিখেছিল ওই এলাকার প্রবীণ নাগরিক মন্টু দেববর্মা। সংসারের ভরণপোষণ করার জন্য ছোটবেলা থেকে মন্টু দেববর্মা শিখেছিল পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে খাড়া এবং বাঁশ বেতের মাধ্যমে পাখা তৈরি কাজ। সেই সময় থেকে মন্টু দেববর্মা বাবা-মায়ের সহযোগিতা করার কাজে হাত লাগিয়েছিল। সেই শখ বর্তমান পরিস্থিতির মাঝে রোজগারের একটা মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে মন্টু দেববর্মার সংসারে স্ত্রীর মুখে খাবার তুলে দেওয়ার জন্য খাড়া এবং বাঁশ বেতের তৈরির পাখা উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল বর্তমানে। তবে বনদস্যুদের দৌলতে বর্তমানে বাঁশের যেমন স্বল্পতা রয়েছে তৎ সঙ্গে বাজারে বিক্রি করে তেমন দাম পাননি বলে অভিযোগ করে জানান। বিগত দিন গুলিতে ১৮ মুড়ার পাহাড়ের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে হাতের নাগালে অনায়াসে পাওয়া যেত বাঁশ। কিন্তু বর্তমানে বাঁশ গভীর জঙ্গলে পূর্বেকার মতো পাওয়া যায়না। ফলে অর্থের বিনিময়ে কারোর কাছ থেকে খাড়া কিংবা পাখা তৈরি করার জন্য বাঁশ বেত কিনতে হয় উনাকে। কিন্তু অত্যাধুনিক বিজ্ঞানের যুগে বাঁশ বেতের তৈরি জিনিস সামগ্রী চাহিদা তুলনামূলক কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। ফলে বাজারজাত করেও সেই রকম লাভের মুখ দেখছেনা মন্টু বাবু। বিগত দিনগুলিতে খাড়া কিংবা বাঁশের পাখা চাহিদা ছিল খুবই বেশি। চৈত্রের শেষ লগ্নে এবং বৈশাখের প্রাক্কালে বিভিন্ন মেলাতে বাঁশ বেতের তৈরি জিনিস সামগ্রীর চাহিদা ছিল অনেকাংশেই বেশি। জাতি উপজাতি সকল অংশের মানুষের গ্রামীন মেলাগুলি থেকে ক্রয় করতে বাঁশ বেতের তৈরির সামগ্রী। এবং দোকানদারিরা পাসরা সাজিয়ে বসে থাকতো খদ্দের আশায়। আর সকল জিনিস সামগ্রী বিক্রি করে মন্টু দেববর্মার মতো বহু পরিবার জীবন জিবীকা নির্বাহ করতো। কিন্তু বর্তমানে বাঁশ বেতের তৈরি করা জিনিস সামগ্রী চাহিদা খুবই কম। ফলে মন্টু দেববর্মা”র মতো অনেক উপজাতি গিরি বাসীরা বর্তমানে বিপাকে।

নাগরাকাটার হিলা চা বাগানে বুনো শূকরের হামলায় মৃত্যু বৃদ্ধে

নাগরাকাটা, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : জলপাইগুড়ি জেলার চা বাগানে বুনো শূকরের হামলায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে নাগরাকাটার হিলা চা বাগানের ৫-ডি সেকশনে। মৃতের নাম শহিদ মিয়াঁ (৬০)। ঘটনাস্থলটি জঙ্গল লাগোয়া। পাশেই জলঢাকা নদী। তার ওপারেই হিলাঝোড়ার জঙ্গল। জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুরে ছাগল চড়াতে গিয়েছিলেন অবসরপ্রাপ্ত ওই চা শ্রমিক। সেই সময় তাঁর ওপর হামলা চালায় বুনো শূকরটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনার পরই সেখানে যান বনকর্মীরা।তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের হিলা ইউনিটের সহ সভাপতি জয়নুল মিয়াঁ বলেন, ‘এই মৃত্যু কিছুতেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। এর আগেও এলাকায় বুনো শূকরের হামলায় অনেকেই জখম হয়েছিলেন। হাতির আক্রমণেও প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে।

ক্যানিংয়ে পাওনা টাকা চাইতেই গিয়ে আক্রান্ত যুবক, ভর্তি হাসপাতালে

ক্যানিং, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : ক্যানিংয়ে পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন যুবক। শনিবার রাত্রিবেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং থানার তালদি পঞ্চায়েতের আঁধলা দাসপাড়া এলাকার ঘটনা। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। গুরুতর জখম হয়েছেন কিশোর দাস নামে ওই যুবক।

জানা গেছে, স্থানীয় আঁধলা গ্রামের যুবক রবি দাস। প্রায় দু’বছর আগে প্রতিবেশী যুবক কিশোর দাসের কাছ থেকে ৫ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন। অভিযোগ, দীর্ঘদিন হলেও সেই টাকা শোধ দিচ্ছিলেন না। শনিবার রাতে পাড়ার একটি দোকানে সাক্ষাৎ হয় কিশোরের সঙ্গে। সেই সময় কিশোর পাওনা টাকা চেয়ে বসেন কিশোর। অভিযোগ, এরপর অশ্লীলভাষায় গালিগালাজ করে রবি।

এখানেই শেষ নয়, রবি তাঁর দুই ভাই রাজা ও রাহুল দাসকে ডেকে নিয়ে আসে। তারপর কিশোরকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ ওঠে তাদের বিরুদ্ধে। এই মারধরের ফলে ওই কিশোরের বাঁ দিকের চোখের নীচে মারাত্মক ক্ষত হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। অন্যান্য প্রতিবেশীরাই আক্রান্ত যুবককে রক্তাক্ত অবস্থা উদ্ধার করে।

চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। আক্রান্ত ওই যুবক ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। ঘটনার বিষয়ে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার দ্বিতীয় মোবাইল খুঁজতে নামল দলের অঞ্চল সভাপতি

মুর্শিদাবাদ, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : জীবনকৃষ্ণ সাহার দ্বিতীয় মোবাইল মিলছে না। অনেক কষ্টে প্রথমটি উদ্ধার হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আজ, রবিবার বড়ঞা ব্লকের সাবলদহ অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সাধন প্রামাণিকের নেতৃত্বে প্রায় ১০ জন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী—সমর্থক এবার বিধায়কের দ্বিতীয় মোবাইল ফোন তল্লাশির জন্য পুকুরে নেমে চিরুনি তল্লাশি শুরু করল। ঘটনাটি বিরল বলে মনে হলেও এটাই ঘটেছে। দ্বিতীয় মোবাইল ফোনের খোঁজ এখনও চালিয়ে যাচ্ছে সিবিআই। রবিবার সকালেই বাড়ির পিছনের পুকুর থেকে উদ্ধার করা গেছে বড়ঞার তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার একটি মোবাইল ফোন। ৩৩ ঘণ্টা পর পুকুর থেকে জীবনকৃষ্ণের একটি মোবাইল উদ্ধার করে সিবিআই। রবিবার সকালে সকাল সাড়ে সাতটার একটু আগে এই জল ছেঁচে ফেলার কাজ শেষ হয়। এরপর পুকুরের পাঁকের মধ্যে থেকেই উদ্ধার হয় একটি মোবাইল। স্থানীয় কয়েকজন শ্রমিক ও মৎস্যজীবীরা এই কাজে সিবিআইকে সাহায্য করেছেন। কিন্তু আর একটি কোথায় গেল? তবে আর একটি মোবাইল পাওয়া যায়নি। সময় যত বাড়ছে সিবিআই আধিকারিকদের মধ্যে উদ্বেগ ততই বাড়ছে। কারণ এতক্ষণ যদি কোনও মোবাইল কাদার মধ্যে পড়ে থাকে তো সেখান থেকে কতটা তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হবে সেটাই চিন্তার কারণ। পুকুর থেকে সেই ফোন খুঁজতে ডেকে পাঠানো হয় সাবলদহ অঞ্চলের তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি সাধন প্রামাণিককে। এদিন সকাল ১১টার কিছু পরে মোবাইল খোঁজার জন্য ডাকা হয় অঞ্চল সভাপতি সাধন প্রামাণিককে। তাঁর নেতৃত্বেই দ্বিতীয় মোবাইল খোঁজার কাজ শুরু হয়েছে। ৭ জন শ্রমিক পুনরায় মোবাইল খুঁজতে পুকুরে নেমেছে। বালতি করে পাক কাদা তোলা হচ্ছে পুকুর থেকে। তারপর সেই কাদা ঘেঁটে দেখা হচ্ছে ওর মধ্যে মোবাইল আছে কিনা।সিবিআই সূত্রে খবর, জীবনকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসাবাদ প্রায় শেষ। এখন শুধু অপেক্ষা দ্বিতীয় মোবাইলটি পাওয়ার। সেটি পাওয়া গেলেই জীবনকৃষ্ণের বাড়িতে এই তদন্তের কাজ শেষ করবে সিবিআই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই কি গ্রেফতার করবে তৃণমূল বিধায়ককে? যদিও এব্যাপারে এখনও কোনও খবর পাওয়া না গেলেও রাজনৈতিক মহল এই সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দিচ্ছে না।

‘বিনা কারণে গরুপাচার মামলায় গ্রেফতার আমাদের নেতা’, ফের অনুব্রতর হয়ে সওয়াল ফিরহাদের

সিউড়ি, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : বীরভূমের মাটিতে দাঁড়িয়ে গরুপাচারের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কাঠগড়ায় তুললেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। শুধু তাই নয়, তিনি সরাসরি অনুব্রত মণ্ডলের পাশে দাঁড়িয়েছেন। অমিত শাহের মন্ত্রককে দোষারোপ করেছেন কলকাতার মেয়র।

আজ, রবিবার বীরভূমের মাটিতে সভা করতে গিয়েছিলেন ফিরহাদ হাকিম। আর সেখানেই ফিরহাদ হাকিমের মুখে শোনা যায় অনুব্রত মণ্ডল এবং গরুপাচার প্রসঙ্গ। এখান থেকেই তিনি কেষ্টর পাশে দাঁড়ালেন। বীরভূমের সভা থেকে রবিবার দুপুরে ফিরহাদ বলেন, ‘আমাদের নেতাকে বিনা কারণে গরুপাচার মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে।’ এদিন তিনি আরও বলেন, ‘উত্তরপ্রদেশ থেকে গরু আসে। চলে যায় বাংলাদেশে। সীমান্তে পাহাড়ায় থাকে কেন্দ্রের বিএসএফ। এখানে মাঝখান থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে জুড়লে কী করে হবে? গরুপাচারের টাকা যায় উত্তরপ্রদেশ আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে। আমাদের নেতাকে বিনা কারণে গরুপাচার মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে।’ আগেও অনুব্রতর হয়ে সওয়াল করে বলেছিলেন, ‘অনুব্রত মণ্ডল বাঘ। ওঁকে চিরকাল খাঁচায় আটকে রাখা যাবে না।’

প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার বীরভূমের মাটিতে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছিলেন, এখানের এক নেতা গরুপাচারের জন্যই আজ তিহাড় জেলে বন্দি। এছাড়া ছিল শাসকদলকে আক্রমণ করে বহু কথা। এবার সেই বীরভূমের মাটিতে দাঁড়িয়ে গরুপাচারের জন্য পালটা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কাঠগড়ায় তুললেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। শুধু তাই নয়, তিনি সরাসরি অনুব্রত মণ্ডলের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

রাজ্য ক্রিকেট : সেমিফাইনাল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সদর-এ, শান্তিরবাজার ও এলটিভি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। সদর-বি দল ইতোমধ্যে সেমিফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। অনূর্ধ-১৩ রাজ্য চ্যাম্পিয়ন সদর-বি দল এবার অনূর্ধ-১৫ রাজ্য আসরেও নিজেরা সাফল্যের দাবিদার করে তুলেছে। সেমিফাইনালে খেলার লক্ষ্যে আরও যে তিন দল মুখিয়ে আছে তারা হলো: সদর-এ, শান্তিরবাজার এবং লংতরাইভ্যালি।

তবে ক্ষীণ আশা জিইয়ে রেখেছে খোয়াই, সোনামুড়া এবং গন্ডাছড়া। যদিও এ বিষয়ে পুরোটা নির্ভর করছে আগামীকাল টুর্নামেন্টের গ্রুপ লিগ পর্যায়ের শেষ দিনের সাতটি ম্যাচের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি খেলার ফলাফলের উপর। আগামীকালও অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে পুনরায় ৭ মাঠে সাতটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

মোহনপুর স্কুল মাঠে সদর-এ দল খেলবে খোয়াইয়ের বিরুদ্ধে। নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত মাঠে তেলিয়ামুড়া খেলবে মোহনপুরের বিরুদ্ধে। শান্তিরবাজার মাঠে সাব্রুম ও উদয়পুর পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

সাব্রুমে খেলবে শান্তিরবাজার, বিলোনিয়ার বিপক্ষে। বিশালগড়ের জাঙ্গালিয়া মাঠে কৈলাশহর ও অমরপুর পরস্পরের মুখোমুখি হবে। কৈলাশহরের আরকেএম মাঠে ধর্মনগর খেলবে লংতরাইভ্যালির বিরুদ্ধে। তাছাড়া, আর কে আই মাঠে কাঞ্চনপুর খেলবে কমলপুরের বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে ১৯ টি মহকুমা দলের মধ্যে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে ২৯টি ম্যাচের শেষে গ্রুপ-সি থেকে সদর-বি প্রথম দল হিসেবে সেমিফাইনালে পৌঁছুলো। গ্রুপ-এ থেকে সদর-এ, গ্রুপ-বি থেকে শান্তিরবাজার এবং গ্রুপ-ডি থেকে লংতরাইভ্যালি এগিয়ে রয়েছে। বলা বাহুল্য, টুর্নামেন্টের শেষ খেলা হয়েছিল ১৩ এপ্রিল বৃহস্পতিবার। তিন দিন বিরতি পেলেও জুনিয়র ক্রিকেটাররা কিন্তু বিশ্রামে কাটায়নি।

নিজ নিজ মাঠে প্রয়োজনীয় অনুশীলন করে আগামীকাল নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দেওয়ার জন্য প্র্যাকটিস করে নিয়েছে। একদিকে ভালো খেলা, অপরদিকে স্পটারদের নজর কাড়া-ই হচ্ছে এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী উদীয়মান ক্রিকেটারদের আরেকটা বিশেষ লক্ষ্য।

ভেটারেন্স টেবিল টেনিসে এনন্টির শেষ দিন আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। রাজ্য উন্মুক্ত ভেটারেন্স টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা ২৩ এপ্রিল। খেলা হবে এন এস আর সি সি-র টেবিল টেনিস হল-এ। রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের সহযোগিতায় এবং রাজ্য সংস্থার উদ্যোগে হবে আসর। বয়স ভিত্তিক ৪০ থেকে ৫০, ৫০ থেকে ৬০, ৬০ থেকে ৭০ এবং ৭০ বছর উর্ধ বিভাগের খেলোয়াড়রা আসরে অংশ নিতে পারবেন।

সিঙ্গেলস, ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলস- এই তিন বিভাগে হবে আসর। আসরে অংশ নিতে ইচ্ছুক ভেটারেন টেবিল টেনিস খেলোয়াড়দের আগামীকালের মধ্যে নাম জমা দিতে হবে। সিঙ্গেলস এবং ডাবলস ইভেন্টে নির্দিষ্ট হারে এনন্টি ফি স্থির করা হয়েছে। এনন্টি জমা দিতে হবে আশিষ চৌধুরি (৯৪৩৬৪৮৪৫৬২) বা জয়ন্ত মজুমদারের (৭০০৫৪২৭৪০২) কাছে। বিস্তারিত জানার জন্য প্রয়োজনে ফোনেও যোগাযোগ করে নিতে পারেন। অংশগ্রহণেচ্ছু খেলোয়াড়দের ইতোমধ্যে প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময় করে এনএসআরসিসি-র ইনডোরে অনুশীলনের ব্যবস্থাও করেছেন উদ্যোক্তারা। ২৩ এপ্রিল সকাল ৯ টায় শুরু হবে আসর। পশ্চিম জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার সম্পাদিকা শ্যামলী বনিক এক বিবৃতিতে এখবর জানিয়েছেন।

ভগবান কোবরা পাড়া স্কুল মাঠে বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অন্যান্য বারের মতো এবারও ভিশন মডেল গ্রামের উদ্যোগে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্প্রতি জিরানীয়াস্থিত ভগবান কোবরা পাড়া এস.বি স্কুল মাঠে আয়োজিত বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে ছোটদের সোজা দৌড়, বিস্কুট দৌড়, বস্তা বেঁধে দৌড়, মেয়েদের মুক্তা কুড়ানো দৌড়, লং জাম্প, স্কিপিং; বড়দের ১৬০০ মিটার দৌড়, পুরুষদের দড়ি টানাটানি, মহিলাদের মিউজিক্যাল বল ইত্যাদি প্রতিযোগিতা ঘিরে দিনভর বেশ উৎসাহ ও আনন্দে আমেজ তৈরি হয়েছিল।

শুরুতে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারম্যান প্রীতম দেবনাথ।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বিশেষ অতিথি হিসেবে জাতীয় অ্যাথলেট মিতালী দেবনাথ, বাপি সাহা, ভিশন মডেল গ্রাম-এর সদস্য বিক্রম দাস এবং নগর পঞ্চায়েতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতা শেষে মাঠেই এক বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবর্গ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। প্রতিবছর এই ক্রীড়ানুষ্ঠান জারি রাখার আশা ব্যক্ত করেন।

অমরপুরে ক্রিকেট : টানা জয় ব্রাইট ডায়মন্ড ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। চিরঞ্জীত দাসের অলরাউন্ড পারফরম্যান্স এবং রিয়াজ উদ্দিনের অর্ধশতরানের জয়ের ধারা অব্যহত রাখলো ব্রাইট ডায়মন্ড ক্লাব। পর পর দুই ম্যাচে জয়লাভ করে গ্রুপের শীর্ষে রইলো ওই ক্লাব।

মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্রিকেটে। রাঙ্গামাটি স্কুল মাটে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ব্রাইট ডায়মন্ড ক্লাব ৬৭ রানে পরাজিত করে বয়াখা বাকসা ক্লাবকে। বিজয়ী দলের চিরঞ্জীত দাস প্রথমে ব্যাট হাতে ১৭ রান করার পর বল হাতে ৪ উইকেট নিয়ে দলের জয়ের বড় ভূমিকা নেন। এছাড়া রিয়াজ উদ্দিন করেন ৫০ রান।

রবিবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে ব্রাইট ডায়মন্ড ক্লাব ২৯ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৮০ রান করে। দলের পক্ষে রিয়াজ উদ্দিন ৩১ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫০, আবীর কর্মকার ৩১ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫, ইমন হুসেন ৩২ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১, চিরঞ্জীত দাস ২১ বল খেলে ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ এবং রীতেশ দাস ১২ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন।

দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২১ রান। বয়াখা বাকসা ক্লাবের পক্ষে নিউটন জমাতিয়া (৫/৩০) এবং মনোজ দাশগুপ্ত (২/৬০) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে চিরঞ্জীত দাস (৪/১৫) এবং কমল দেব-এর (৩/৪০) দুরন্ত বোলিংয়ে বয়াখা বাকসা ক্লাব ১১৩ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে ২৮ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩০, সুরজিৎ জমাতিয়া ১০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ এবং বিশ্বজিৎ জমাতিয়া ৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করেন। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৯ রান। ব্রাইট ডায়মন্ড ক্লাবের পক্ষে চিরঞ্জীত এবং কমল ছাড়া সুব্রত চক্রবর্তী (২/১৪) সফল বোলার।

সমীরণ স্মৃতি ঘরোয়া টি-২০ দুই মাঠে চারটি ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি আসর এখন জমজমাট পর্যায়ে। ইতোমধ্যে গ্রুপ-এ থেকে তিনটি দল স্ফুলিঙ্গ, ব্লাডমাউথ এবং কসমোপলিটন ক্লাব মূল পর্বে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। চতুর্থ কোনদল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে তা নির্ভর করছে আগামী দুদিনের আরও চারটি ম্যাচের ফলাফলের উপর। অপরদিকে গ্রুপ-বি থেকেও দুটি দল ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এবং জেসিসি কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। পরবর্তী দুটি দলের নিশ্চয়তার জন্য অবশ্যই আগামী দুদিনের আরও চারটি ম্যাচের ফলাফলের উপর নির্ভর করতেই হবে। আগামীকাল টিসিএ আয়োজিত সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ফের ৪টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দুই দিন বন্ধ থাকার পর আগামীকাল আবার ৪টি ম্যাচ। এম বি বি স্টেডিয়ামে সকাল ৯ টায় সংহতি খেলবে কসমোপলিটন ক্লাবের বিরুদ্ধে। দুপুর সোয়া একটায় ওল্ড প্লে সেন্টার (ওপিসি) এবং বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব (বিসিসি) পরস্পরের মুখোমুখি হবে। নরসিংগড় পুলিট ট্রেণিং একাডেমি গ্রাউন্ডে সকাল ৯ টায় জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব (জেসিসি) খেলবে শতদল সংঘের বিরুদ্ধে। দুপুর সোয়া একটায় ব্লাড মাউথ ও ইউনাইটেড বিএসটি পরস্পরের মুখোমুখি হবে। উল্লেখ্য, রবিবারে সবকটি দলের খেলোয়াড়রাই হালকা প্র্যাকটিস করে নিয়েছ। তুলনামূলক বিচারে গ্রুপ-এ থেকে ইউনাইটেড বি এস টি এবং গ্রুপ-বি থেকে বিসিসি ও ওপিসি-র ম্যাচগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, মূলপর্বের লক্ষ্যে এগুতে হলে তাদের সামনে আগামীকালের ম্যাচে জয়ের কোনও বিকল্প নেই।

ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অনুমোদন আবশ্যক : সাংবাদিক সম্মেলনে প্রত্যেকের দাবি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। রেজিস্ট্রিকত সংস্থা, নাম ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন। বৈধতা, অনুমোদন সব রয়েছে এই সংস্থার। অথচ ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কাছে এই নামটি মুছে গেছে প্রায় ১০-১২ বছর আগে। বিশ্বস্ত সূত্রে খবর রয়েছে, তৎকালীন সময়ে এফিলিয়েশন ফি জমা করার যে বিষয়টা ছিল তা যেমন থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তেমনি ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার বিষয়টিও উবে গেছিল তখন। ঠিক এই সুযোগে

ত্রিপুরা থেকে নাম লিখিয়ে নিয়েছে ত্রিপুরা স্টেট অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন। দ্বন্দ্ব শুরু তখন থেকেই।

নামে বেনামে বেশ কটি সংস্থার নাম জুগিয়ে অনৈতিক সংস্থা সারা দেশ জুড়ে একাধিক জাতীয় আসর গুলোতে ত্রিপুরার নাম ব্যবহার করে দীর্ঘদিন যে রাজ চালিয়েছে, এখন রাজ্যজুড়ে তারই বিরুদ্ধে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ সর্বত্র। ইতোমধ্যে এ নিয়ে অনেকে, এমনকি রাজ্য সরকারও আইন- আদালতের আশ্রয় নিয়েছে।

আজ, রবিবার ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশন বৈঠকে বসেছিল রাজ্যের ৩৪ টি ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তাদের নিয়ে। ৯৬ জন ক্রীড়া সংগঠক একযোগে, এক বাক্যে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন, বলতে চাইছেন ত্রিপুরার ক্রীড়া জগতকে বাঁচানোর লক্ষ্যে যেন তেন প্রকারেন ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের অনুমোদন পুনর্বহাল করতে হবে। বাতিল করতে হবে অনৈতিক সংস্থাকে। সারা দেশজুড়ে জাতীয় আসরগুলোতে ত্রিপুরার প্রকৃত খেলোয়াড়দের স্থান করে নেওয়ার সুযোগ দিতে হবে।

বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাবৃন্দ যথা চেয়ারম্যান রতন সাহা, সচিব সুজিত রায়, সহ সভাপতি স্বপন সাহা, বিশ্বেশ্বর নন্দী এছাড়া, চন্দন সেন, তাপস ভৌমিক, চন্দন দেব, লিটন রায় প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

টিসিএ-এর উদ্যোগে সিনিয়র রাজ্য মহিলা ক্রিকেট শুরু ২২শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। উদ্বোধনী দিনে হবে ৬ টি ম্যাচ। ড: বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে সকাল সাড়ে ৮ টায় সদর 'এ' খেলবে ধর্মনগরের বিরুদ্ধে, দুপুর সাড়ে ১২ টায় বিলোনিয়া খেলবে লংতরাইভ্যালি মহকুমার বিরুদ্ধে, নরসিংগড় পঞ্চাযেত মাঠে সকাল সাড়ে ৮টায় বিশালগড় খেলবে সাব্রম মহকুমার বিরুদ্ধে, দুপুর সাড়ে ১২ টায় তেলিয়ামুড়া খেলবে উদয়পুর মহকুমার বিরুদ্ধে, নিপকো মাঠে সকাল সাড়ে ৮ টায় শান্তিরবাজা খেলবে কমলপুর মহকুমার বিরুদ্ধে ওএবং দুপুর সাড়ে ১২ টায় মোহনপুর খেলবে খোয়াই মহকুমার বিরুদ্ধে। ২২ এপ্রিল থেকে শুরু হবে রাজ্য সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটের টি-২০ আসর।

১৪ টি মহকুমাকে ৪ টি গ্রুপে রাখা হয়েছে: সদর 'এ', ধর্মনগর, বিলোনিয়া, লংতরাইভ্যালি ('এ'গ্রুপ), শান্তিরবাজার, কৈলাসহর, কমলপুর ('বি' গ্রুপ), মোহনপুর, খোয়াই, সদর 'বি ' ('সি'গ্রুপ), বিশালগড়,সাব্রুম, তেলিয়ামুড়া এবং উদয়পুর ('ডি'গ্রুপ)। আসরের দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ ২৭ এপ্রিল। ফাইনাল ২৮ এপ্রিল। সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল ম্যাচ হবে এম বি বি স্টেডিয়ামে। এদিকে আসরে অংশগ্রহণের জন্য সদর 'এ' এবং 'বি' দল ঘোষনা করা হয়েছে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার সচিব তাপস ঘোষ ক্রিকেটারদের নাম ঘোষনা করেন।

নির্বাচিত ক্রিকেটারদের আজ দুপুর ২ টায় এম বি বি স্টেডিয়ামে রিপোর্ট করতে বলেছেন।

ঘোষিত দল: সদর 'এ'- প্রীয়াঙ্কা আচার্য (অধিনায়িকা), অন্নপূর্ণা দাস, মৌচৈতি দেবনাথ, নিকিতা দেবনাথ, মামন রবি দাস, ঋজু সাহা, প্রীয়াঙ্কা সাহা, লক্ষ্মী দেবনাথ, বিজয়া ঘোষ, কৃত্তিকা কর্মকার, প্রোমিকা হালাম, ত্রিশ্না ছেত্রী, জয়শ্মিতা চক্রবর্তী,স্নেহা দত্ত এবং স্বাদ্রিতা দেব। কোচ: অন্নপূর্ণা দাস। সদর 'বি'- নিকিতা সরকার (অধিনায়িকা), গিয়া মন্ডল, দেবযানি দে, শায়ন্তিকা নম: দাস, দেবশ্রিতা চৌধুরি, অবিধা বর্ধন, অভিজ্ঞা বর্ধন, স্নিগ্ধা সরকার, পূর্ণিমা দেবনাথ, স্নিগ্ধা রায়, ক্রিশ্টিনা রেমা, স্নেহা দেবনাথ, অনামিকা রুদ্র পাল, অদিতী ঘোষ এবং অশ্মিতা দেবনাথ। কোচ: মৌচুসী দে।

বালিকাদের দাবায় রাজ্য সেরা আর্শিয়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। প্রত্যাশিতভাবেই রাজ্য সেরা হলো বিষ্ময় বালিকা আর্শিয়া দাস। দুদিনের আসর হলেও দাবাড়ুদের স্বল্পতার জন্য ১ দিনেই বালিকাদের আসর শেষ করতে বাধ্য হলো রাজ্য দাবা সংস্থা। মাত্র ৬ জন বালিকা দাবাড়ু অংশ নিলো অনূর্ধ-১৭ আসরে। ৩ রাউন্ডের আসরে পুরো ৩ পয়েন্ট পেয়ে রাজ্য সেরার শিরোপা দখল করলো আর্শিয়া দাস। ২ পয়েন্ট পেয়ে একান্তিকা সরকার দ্বিতীয় এবং দেড় পয়েন্ট পেয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান দখল করে যথাক্রমে অদ্রিজা দেবনাথ ও সমৃদ্ধি ঘোষ। এদিকে বালক বিভাগে অংশ নেয় মাত্র ১২ জন দাবাড়ু। বালক বিভাগে হবে ৪ রাউন্ডের খেলা। প্রথম দিনে ৩ রাউন্ডের খেলা শেষ হয়। সংবাদ লিখা পর্যন্ত খেলা চলছে। এগিয়ে রয়েছে শীর্ষবাছাই দাবাড়ু-রাই।

MEMORANDUM

AS per instruction by the Addl. Secretary SCs Welfare Department, Government of Tripura, Agartala the West Tripura District Level Sit and Draw Competition will be held on 18th April-2023 at Maharani Tulshibati Schvol Auditorium Hall" i.c.w Celebration of 133" Birth Anniversary of Dr. B.R. Ambedkar. .

The Terms and conditions are as follows:

(1) Participation of Students as Group (A) from Class [to 11 (theme Dr. B.R. Ambedkar birth anniversary)
(2) Participation of Students as Group (B) from Class 1V to VI (theme portrait of Dr. B.R. Ambedkar)
(3) Participation of Students as Group (C) from Class VII to IX (theme Dr. B.R. Ambedkar and Indian Constitution).
(4) Students will bring their own drawing accessories.
(5) Students' registration will start from 7.00 AM to 7.30 AM.
(6) Sit and Draw Competition will starts from 8.00 AM to 9.30 AM.
(7) Students will bring to submit last year's passing Marksheet / Schools Identity Card (Xerox Copy)

NB:-
1. Drawing Sheet will be provided by the Organizing Committee.
2, Prizes will be given to 1st /2nd/3rd in each group on 20" April- 2023 at 1.00 PM at RabindraShatabarshiki Bhawan, Hall No. 1.
3. The decision of the committee shall be final.

ICA/D-074/23

District Welfare Officer
'West Tripura, Agartala

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

পয়লা বৈশাখের দিন লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে হালখাতা যাত্রা করান ব্যবসায়ীরা। ছবি নিজস্ব।

মেলা ও উৎসব আমাদের ঐক্যকে সুদৃঢ় করে : সমবায়মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। যে কোনও উৎসব হলো মানুষে মানুষে মেলবন্ধন। মেলা ও উৎসব আমাদের ঐক্যকে সুদৃঢ় করে। রাজ্যের মগ জনজাতি গোষ্ঠীর সানগ্রান উৎসবের মূল উদ্দেশ্য হলো পুরাতন বছরকে বিদায় জানিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানানো। গতকাল সাবমের বৈষ্ণবপুর কমিউনিটি হল প্রাঙ্গণে দু'দিনব্যাপী ষষ্ঠ রাজ্যভিত্তিক সানগ্রান উৎসবের উদ্বোধন করে সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া একথা বলেন। উৎসবের উদ্বোধন করে তিনি আরও বলেন, আমাদের রাজ্যের প্রতিটি জনজাতি গোষ্ঠীর নিজ নিজ ক'ষ্টি ও সংস্ক'তি রয়েছে। বর্তমান সরকার প্রত্যেক জনজাতি গোষ্ঠীর ক'ষ্টি ও সংস্ক'তির বিকাশে আন্তরিক। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ, মগ ইয়ুথ অর্গানাইজেশনের সভাপতি সাজাই মগ, মগ সোসিও কালচারাল অর্গানাইজেশনের সাধারণ সম্পাদক দোয়াং মগ, বৈষ্ণবপুর বুদ্ধবিহারের আগাসারা ভিক্ষু, তথ্য ও সংস্ক'তি আধিকারিক রূপক কুমার আচার্য প্রমুখ। উল্লেখ্য, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তর, মগ সোসিও কালচারাল অর্গানাইজেশন এবং মগ ইয়ুথ অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

গুয়াহাটিতে খুন ত্রিপুরার যুবক

গুয়াহাটি, ১৬ এপ্রিল (হি.স.)।। গুয়াহাটি মহানগরে গত ১২ ঘণ্টায় দু-দুটি খুনের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। দুটি ঘটনার তদন্তে নেমে সিটি পুলিশের কালোঘাম ছুটছে। এর মধ্যে বেলতলা এলাকার সৌরভনগরে জনৈক গৃহস্থের ২৫ নম্বর বাড়ির গেটে একটি ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্যের মাত্রা দ্বিগুণ হয়েছে। ঝুলন্ত মৃতদেহটি ত্রিপুরার বাসিন্দা জনৈক সুবল দেববর্মার বলে প্রথমিকভাবে শনাক্ত করেছে পুলিশ। স্থানীয়দের ধারণা, সুবল দেববর্মাকে খুন করে ওই বাড়ির গেটে ঝুলিয়ে রেখেছে খুনিরা।
আজ রবিবার ভোরে সৌরভনগরের কতিপয় বাসিন্দা বাড়ির গেটে একটি প্রাণহীন ব্যক্তির লাশ ঝুলছে দেখে আঁতকে ওঠেন। তাঁরা বাড়ির কর্তা কেশব কলিতাকে ডেকে ঘটনাটি জানিয়ে খবর দেন বশিষ্ঠ থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সুবল দেববর্মার মৃতদেহ গেটে ঝুলছে দেখে খবর দেন প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেটকে। খবর পেয় ম্যাজিস্ট্রেট আসলে তাঁর উপস্থিতিতে মৃতদেহটি উদ্ধার করে গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেয়।
এদিকে বশিষ্ঠ এলাকার এসিপির নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে। বেশ কয়েকটি প্রশ্নের তালিকা তৈরি করে পুলিশের দল তদন্ত চালিয়েছে। এসিপি জানান, সুবল দেববর্মাকে খুন করা হয়েছে, নাকি তিনি আত্মহত্যা করেছেন, এ সব প্রশ্নও রয়েছে তদন্ত-তালিকায়। তবে ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পর সে অনুযায়ী এগোবেন তাঁরা।
অবশ্য তাঁদের তদন্তে সহায়তা করতে পারে এমন কোনও তথ্য দিতে জনগণের কাছে আবেদন জানিয়েছেন এসিপি। তিনি আশা ব্যক্ত করে জানান, ঘটনার পেছনে রহস্য শীঘ্রই ভেদ করতে পারবেন তাঁরা। সুবল দেববর্মা যদি খুনও হয়ে থাকেন, তা-হলে খুনিকে শীঘ্রই গ্রেফতার করা হবে।
এদিকে নিহত দেববর্মার বাড়িতে ঘটনার খবর দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।
অন্যদিকে গতকাল পয়লা বৈশাখের দিন মালিগাঁওয়ে রেলওয়ে স্টেডিয়ামের কাছে বিহুতলিতে পৃথক দুই প্রাণঘাতী হামলার ঘটনা ঘটেছে। জনৈক রোহিত কুমার গামি এবং শ্রীমন্ত তালুকদারকে ছুরিকাঘাত করেছিল দুর্বৃত্তরা। ছুরিকাঘাতে মৃত্যু হয়েছে রোহিত কুমার গামি নামের যুবকটির। অন্যদিকে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত সীমান্ত তালুকদার নামের আরেক যুবক গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

উত্তর গুয়াহাটিতে ব্রহ্মপুত্র নদে ডুবে তিন ছাত্রের মৃত্যু

গুয়াহাটি, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তর গুয়াহাটিতে ব্রহ্মপুত্র নদে ডুবে তিন ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের অম্বিকা দাস, জিতু দাস এবং আন্নান হালদার বলে শনাক্ত করা হয়েছে।প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, আজ রবিবার বিকেলে তিন স্কুল ছাত্র স্নান করতে উত্তর গুয়াহাটির আমিনগাঁওয়ের মারিয়াপট্টি এলাকায় ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে গিয়েছিলেন। কিন্তু আচমকা জলের স্রোতে তারা তলিয়ে যায়। খবর পেয়ে এসডিআরএফ গিয়ে তাদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে গেলেও তাদের বাঁচানো যায়নি। এ ঘটনায় নিহতদের পরিবারের সাথে এলাকাবাসী শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন।একইভাবে আরেকটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় অনীশ ডলি নামের এক যুবক আজ রবিবার লখিমপুরের সুবনশিরি নদীতে স্নান করতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছে। অনীশ সম্প্রতি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। তার সন্ধানে অভিযান চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছে এসডিআরএফ।

সরকারি কাজ করেও মিলছে না টাকা জেলা শাসকের দ্বারস্থ ঠিকাদাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। সরকারি কাজ করেও মিলছে না টাকা ! শ্রমিকরা প্রশাসনের আধিকারিক এর দরজায় দরজায় ঘুরে রীতিমতো ক্লান্ত। ঘটনা গোপিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে। ২০২০-২১ অর্থবর্ষ অনুযায়ী বিশালগড় ব্লকের অন্তর্গত গোপিনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ২ টি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার, কসবা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ১ টি অঙ্গওয়ারী সেন্টার সহ এইভাবে বিশালগড় আর ডি ব্লকের অন্তর্গত মোট ৯ টি অঙ্গনওয়ারী সেন্টারের মেরামতের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছিল। অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের এই মেরামতের কাজগুলি স্থানীয় ঠিকাদারেরা কাজের বরাত পেয়ে রীতিমত বিশালগড় ব্লকের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করে বিল জমা দেয়। কিন্তু আজ এক বছরের উপরে হয়ে গেলেও ঠিকাদারেরা এখনো পর্যন্ত তাদের কাজের সেই ন্যায্য টাকা পায়নি। যার ফলে ঠিকাদারেরা বিশালগড় আর ডি ব্লকের বিডিও সহ সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক এবং বিশ্রামগঞ্জ স্থিত সিপাহীজলা জেলার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এর কাছেও যায় কিন্তু সবাই ঠিকাদারদের সময়ের পর সময় বেঁধে দিচ্ছে কিন্তু তারপরেও তাদের কাজের সেই ন্যায্য টাকা মিলছে না। অভিযোগ বিশ্রামগঞ্জ স্থিত সিপাহীজলা জেলার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার তাদের সেই কাজের টাকা নিয়ে বিভিন্ন তালবাহানা করছে। তাদের বক্তব্য দপ্তরের কাছে যদি কোন টাকায় না থাকে তাহলে কেন শুধু শুধু তাদেরকে দিয়ে অঙ্গনওয়ারী সেন্টারের মেরামতের কাজ করানো হলো। ঠিকাদারদের আরো অভিযোগ এটা তাদের সাথে রীতিমতো দপ্তরের প্রতারণা করা হচ্ছে। তাই ঠিকাদারেরা নিরুপায় হয়ে সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে গোটা ঘটনাটি তুলে ধরেন এবং সিপাহীজলা জেলার জেলা শাসকের কাছে দাবী জানিয়েছেন জেলাশাসক যেন খুব শীঘ্রই তাদের কাজের সেই ন্যায্য পাওনা টাকা মিটিয়ে দিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

ফায়ার সার্ভিস সপ্তাহ উপলক্ষে সচেতনতা র‍্যালী অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। ফায়ার সার্ভিস সপ্তাহ উপলক্ষে রবিবার সকালে এক জন সচেতনতা মূলক রেলী অনুষ্ঠিত হয়।
ওএনজিসি ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে এদিন সকালবেলা আয়োজিত রেলী ওএনজিসি থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে রেল স্টেশন পর্যন্ত যায়। উপস্থিত সংশ্লিষ্ট দপ্তরের চিফ ম্যানেজার হর্ষীনি বাপুরাও কানেকার জানান, ১৪ এপ্রিল ফায়ার সার্ভিস দিবস উদযাপন করা হয়। এদিন থেকে আগামী ২০ এপ্রিল পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। অগ্নিকান্ডের ঘটনায় আগুন নেভাতে গিয়ে যে সমস্ত দমকল কর্মীরা শহীদ হয়েছেন তাদের শ্রদ্ধা জানানোও হয়। একই সঙ্গে জনগণের মধ্যে জনসচেতনতা তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এদিন সচেতনতামূলক রেলিতে অংশ নিয়ে তারা আরো বলেন আগুনের হাত থেকে বাঁচার জন্য যেসব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন জনগণ যাতে এসব সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা মেনে চলেন।। তারা আরো জানান একমাত্র সতর্কতাই আগুনের হাত থেকে বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করতে পারে। সপ্তাহব্যাপী এই সচেতনতা মূলক কর্মসূচি রাজ্যের সর্বত্রই পালন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তারা। সচেতনতামূলক রেলির পাশাপাশি বসে আঁকো প্রতিযোগিতা সহ নানা অনুষ্ঠানের ও আয়োজন করা হয়েছে। এ ধরনের কর্মসূচির মূল লক্ষণ হলো অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় আগাম সতর্কতামূলক বিষয়গুলি জনগণের সামনে তুলে ধরা।

শাসনে তৃণমূলে যোগ সিপিএম নেতা সহ ৭০০ কর্মীর

হাড়োয়া, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : বাম শিবিরে বড়সড় ভাঙন ধরাল শাসক দল। রবিবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলার শাসন থানার কীর্তিপুরে সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন প্রায় ৭০০ জন সিপিএম নেতা, কর্মী-সমর্থকরা।হাড়োয়া বিধানসভার বিধায়ক হাজী নুরুল ইসলাম ও বারাসাত দু নম্বর ব্লকের ব্লক সভাপতি শম্ভু ঘোষের হাত থেকে দলীয় পতাকা তুলে দেওয়া হয় স্থানীয় সিপিএম নেতা মহম্মদ ইসরাইল সহ একাধিক নেতা কর্মীদের। এদিন, সিপিএমের পাশাপাশি একাধিক আইএসএফ কর্মীরাও তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন বলে জানানো হয়।
যোগদান প্রসঙ্গে হাড়োয়ার বিধায়ক হাজী নুরুল ইসলাম বলেন, 'খড়িবাড়িতে দীর্ঘদিন আমাদের সঙ্গে ছিলেন ইজরাইল। বিভিন্ন দলে ঘুরে এসে তিনি বুঝতে পেরেছেন, তার জন্য তৃণমূলই বেস্ট। তাই এদিন তাঁকে পুনরায় দলে যোগদান করানো হল এবং তার নেতৃত্বে অনেকেই এদিন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। আগামী পঞ্চায়েতে খড়িবাড়ি বিরোধী-শূণ্য হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি।' যোগদানকারী মহম্মদ ইজরাইল জানান, দিদির উন্নয়নের ধারা দেখেই তৃণমূলে যোগদান। তিনি বলেন, 'বামফ্রন্ট করতাম। আজ বামফ্রন্ট ও আইএসএফের অনেক কর্মীও আমার সঙ্গে আজ এখানে যোগদান করলেন।' তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্র বাংলার উন্নয়ন হতে দিতে চায় না বলেই টাকা আটকে রেখেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারাবার একশো দিনের টাকা দাবি করলেও সেই টাকা দেওয়া হচ্ছে না। দিদির লড়াইয়ে সাথ দেওয়ার জন্যই এই যোগদান বলে তিনি জানান।
তবে, সিপিএম কর্মীদের তৃণমূলে যোগদানের বিষয়টি অস্বীকার করেছে স্থানীয় বাম নেতৃত্ব।,বারাসত সিপিআইএম দক্ষিণ এক এরিয়া কমিটির সদস্য কুতুবউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'নিজেদের লোককে জড়ো করেই বলছে সিপিএম থেকে এত লোক এসেছে।'তাঁর অভিযোগ, গত ১১ সাল থেকে ওখানে কোনও বুথে ভোট করতে পারেন না।' তৃণমূলকে নিশানা করে তিনি বলেন, সন্ত্রাস করে ভোট লুট করে ওরা জিতছে। সিপিএম ২০১১ সাল থেকে ওখানে এজেন্ট দিতে পারছে না।' তাঁর কথায়, '৭০০ কর্মী থাকলে তো আমরা এজেন্ট দিতে পারতাম।' অন্যদিকে, সিপিআইএম নেতৃত্বের দাবী, শাসনের ওই কীর্তিপুর এলাকাতে ৭০০ সিপিএম কর্মী নেই। তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ, দুর্নীতিগ্রস্ত নেতারা মানুষকে ভয় দেখানোর জন্য, সন্ত্রাস করানোর জন্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করালেন এবং প্রচার পাওয়ারও একটা উদ্দেশ্য তৃণমূল নেতাদের রয়েছে বলে দাবী করেন সিপিএম নেতা।

অপহৃতা স্কুল ছাত্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিরাশিমাইল, ১৬ এপ্রিল।। ছৈলেংটা থেকে নিখোঁজ স্কুল ছাত্রীকে উদ্ধার করা হয়েছে তেলিয়ামুড়া থেকে। সে সাথে আটক করা হয়েছে দুই যুবককে। তারা হল সৌরভ গোয়ালা এবং প্রণব গোয়ালা। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল ওই দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রীকে সৌরভ অপহরণ করে নিয়ে যায়। পরে, অপহৃতার পরিবার ছৈলেংটা থানায় মামলা করে। পুলিশ তদন্তে নেমে তেলিয়ামুড়ার গোলাবাড়ি থেকে ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করেছে। অপহরণকারী সৌরভ গোয়াল এবং তার ভাই প্রণব গোয়ালাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বাঁশ ভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলা হবে চন্ডীপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। ঊনকোটি জেলার বেকার যুবক যুবতীদের কর্ম সংস্থানের লক্ষ্যে মন্ত্রী টিংকু রায় এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হাতে নিয়েছেন। রীতিমতো মাঠে নেমে এই উদ্যোগকে খুব শীঘ্রই বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করছেন। খুব শীঘ্রই শিল্প দপ্তরের উদ্যোগে বেম্বো ইন্ড্রাস্ট্রিজ প্রজেক্টের কাজ কৈলাসহরের চন্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে পরিত্যক্ত সোনামুখি চা বাগান এলাকায় শুরু হবে। মুলত রাজ্যের বাঁশকে ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারযোগ্য উপকরণ তৈরি করা হবে। ১৬এপ্রিল রোববার দুপুরে কৈলাসহরের চন্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে সোনামুখি চা বাগান এলাকাটি পরিদর্শন করেন মন্ত্রী টিংকু রায়। পরিদর্শনকালে মন্ত্রীর সাথে সরকারি আধিকারিকও উপস্থিত ছিলেন। সকাল এগারোটায় সোনামুখি চা বাগান এলাকা পরিদর্শন করে দুপুর বারোটায় কৈলাসহরের সার্কিট হাউসে বৈঠকে বসেন মন্ত্রী সহ দপ্তরের আধিকারিকরা। সোনামুখি চা বাগান এলাকাটি পরিদর্শনে এবং সার্কিট হাউসের বৈঠকে মন্ত্রী টিংকু রায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য শিল্প দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা সুভাষ দাস, ঊনকোটি জেলা পরিসদের সহকারী সভাধিপতি শ্যামল দাস, ঊনকোটি জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সুশান্ত সরকার, জেলার ডেপুটি মাজিস্ট্রেট সুরজ দেববর্মা, মতি দেববর্মা সহ আরও অন্যান্য আধিকারিকরা। সার্কিট হাউসের বৈঠকটি প্রায় দুই ঘন্টা সময় ধরে চলে। বৈঠক শেষে মন্ত্রী টিংকু রায় জানান যে, মুলত রাজ্যের বাঁশ নিয়ে বিভিন্ন কলকারখানা তৈরি করা হবে। এই কলকারখানার জন্য মোট ৬৫একর জায়গার প্রয়োজন। ইতিমধ্যেই বিগত কয়েক বছর পূর্বে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পরিত্যক্ত সোনামুখি চা বাগানের সম্পুর্ন জায়গাকে খাস ঘোষণা করে শিল্প দপ্তরের হাতে তোলে দেয়। সোনামুখি চা বাগানে শিল্প দপ্তরের মোট আড়াইশো একর জায়গা রয়েছে। এই আড়াইশো একর জায়গার মধ্যে ৬৫একর জায়গায় গড়ে তোলা হবে বেম্বো প্রজেক্ট ইন্ড্রাসট্রিজ। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে খুব শীঘ্রই প্রশাসনিক কাজ শেষ করে বাগানের মাটি কাটা শুরু করে বেম্বো প্রজেক্ট ইন্ড্রাস্ট্রিজের ঘর নির্মানের কাজ শুরু করা হবে

বিলোনীয়ায় দুটি বাড়িত দুঃসাহসিক চুরি পাঁচটি গরু ও বিস্তর রাবার শিট চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। পয়লা বৈশাখের রাতেই মনুরমুখ রেলব্রিজ এলাকায় বড়সড়ো চুরিকান্ড। বাংলা বছরের শুরুতে অর্থাৎ বছরের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখ গভীর রাতে বড়সড়ো চুরির ঘটনা সংঘটিত হলো বিলোনিয়া থানাধীন মনুরমুখ রেল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়। চোরের দল এলাকার বাদল দাস এবং সুজিত বিশ্বাস এই দুটি বাড়ি থেকে পাঁচটি গরু এবং প্রায় ৬০০ কেজির মতো রাবার সিট চুরি করে নিয়ে যায়। যার বাজার মূল্য আনুমানিক ৪ লক্ষ টাকারও বেশি হবে বলে জানান ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি এবং এলাকাবাসী। তদন্তে রয়েছে বিলোনিয়া থানার পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা যায় গতকাল রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ এই চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়। গরু ঘরের দরজার তালা কেটে গরু নিয়ে যায় সেই সাথে গরু ঘরে রাখা রাবার সিট এবং পার্শবর্তী আরেকটি ঘরের তালা ভেঙ্গে রাবার সিট নিয়ে যায় চোরের দল জানায় বাদল দাসের পরিবার। সেই সাথে সুজিত বিশ্বাস জানায় তার গরু ঘরে সামনে দড়ি বাধা দুটো গরু নিয়ে যায় চোর। এতগুলি গরু এবং রাবার সিট হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন বাদল দাসের স্ত্রী। পরিবারের উপার্জনের অবলম্বন ছিল এই গরু। গরুগুলি ছিল উন্নত জাতের। পুলিশ প্রশাসনের উপর আস্থা, প্রশাসন গরু এবং রাবারসিটগুলি পেতেসহযোগিতা করবে পুলিশ। এদিকে এই চুরির ঘটনা নিয়েমনুরমুখ এলাকায়চাঞ্চল্যেরপাশাপাশি আতঙ্কে সৃষ্টি হয়েছে।

রাজ্যে অবিলম্বেই মাতুয়া ধর্ম মহাসংঘ ভবন গড়ে তোলা হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ এপ্রিল।। ত্রিপুরা রাজ্য মতুয়াধর্ম মহাসংঘ উদ্যোগে রবিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। রাজ্যে সাড়ে চার লক্ষ মানুষ রয়েছে মতুয়া সম্প্রদায়ের। তাদের একত্রিত করার জন্য গত ১১ এপ্রিল রাজ্যে আসেন মতুয়াধর্ম মহাসংঘের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। নলছড়, ডাববাড়ি, আশারামবাড়ি, আমবাসা সহ বিভিন্ন জায়গায় যান তারা। বাধারঘাটের বিধায়িকা মিনারানী সরকারের সঙ্গেও দেখা করেন। শিক্ষা আন্দোলনের বিকাশের জন্য তাদের রাজ্য সফর বলে জানান কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরা। ছিলেন আচার্য পুলক গোঁসাই , তপন দাস সহ অন্যান্যরা। একই সঙ্গে একটি ফাউন্ডেশন গড়া হয়েছে। এই ফাউন্ডেশন দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের পাশে দাঁড়াবে তাদের প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করবে বলে জানান মতুয়াধর্ম মহাসংঘের পক্ষে তপন দাস । রাজ্যে অবিলম্বেই মাতুয়া ধর্ম মহাসংঘ ভবন গড়ে তুলবে বলেও জানিয়েছেন তারা। এজন্য প্রয়োজনীয় জমি দান করেছেন এক সজ্জন ব্যক্তি।

কাছাড় জেলার ভাঙারপারে গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

বড়খলা (অসম), ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : গত কয়েকদিন ধরে একের পর এক ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হচ্ছে দক্ষিণ অসমের বরাক উপত্যকায়। আজ রবিবার বরাক উপত্যকার কাছাড় জেলার বড়খলা বিধানসভা এলাকার ভাঙারপার গ্রামের জনৈক গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ গাছের ডাল থেকে উদ্ধার নিয়ে বেশ চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজ সকালে উত্তেজনা ছড়ালে পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয়েছে বড়খলা এবং ভাঙারপার পুলিশকে।জানা গেছে, ধর্মীয় রীতি মেনে ভাঙারপার মাখাই গ্রামের জনৈক মইনুল হক বড়ভুইয়াঁর ছেলে কবির উদ্দিন বড়ভুইয়াঁর সঙ্গে নিকাহ হয়েছিল বড়খলা সোনাপুর গ্রামের জনৈক নাসির উদ্দিন চৌধুরীর কন্যা সীতা বেগম চৌধুরীর। আজ সকালে স্বামীর বাড়ির পাশে জঙ্গলে একটি গাছের ডালে থেকে সীতার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হলে ঘটনাকে রহস্য-মৃত্যু অভিযোগ তুলে উত্তেজনা ছড়িয়েছে।
ঘটনার খবর পেয়ে মৃতের বাবার বাড়ির লোকেরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে মৃতদেহ দেখে হত্যার অভিযোগ করেন। সীতার নিকটাত্মীয়দের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে তাদের মেয়েকে নির্যাতন করা হতো। অনেক অভিযোগ রয়েছে স্বামী ও শাশুড়ির বিরুদ্ধে। প্রায়ই যৌতুকের জন্য নির্যাতন করা হতো তাদের মেয়ের ওপর। দাবি আদায় না হলে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হতো সীতাকে। অভিযোগকারীদের কথায়, তাদের মেয়ে কোনওভাবেই আত্মহত্যা করতে পারে না। পূর্ব পরিকল্পনা করে হত্যা করা হয়েছে এবং সেই হত্যাকে ঢাকতে গাছের ডালে ঝুলিয়ে আত্মহত্যার রূপ দেওয়া হয়েছে।এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী নিয়ে মাখাইর গ্রামে উপস্থিত হন ভাঙারপার পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ। ম্যাজিস্ট্রেট গৌরব দাসের উপস্থিতিতে মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয় শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে। ঘটনায় টান টান উত্তেজনা বিরাজ করলেও কোনও ধরনের ধরপাকড়ের খবর জানা যায়নি। এ বিষয়ে হত্যা সংক্রান্ত এফআইআর দায়ের করেছেন সীতার বাবার বাড়ির লোকজন।

বিশ্ববিখ্যাত ধর্মীয় কেন্দ্র খাটু শ্যামজি মন্দির পর্যন্ত সরাসরি রেল সংযোগ

গুয়াহাটি, ১৬ এপ্রিল (হি.স.) : খাটু শ্যামজি মন্দির পর্যন্ত সরাসরি রেল সংযোগ স্থাপনের জন্য ভারতীয় রেলওয়ে চূড়ান্ত স্থানের সমীক্ষা পরিচালনার অনুমতি প্রদান করেছে। বিশ্ববিখ্যাত এই ধর্মীয় কেন্দ্রটি রাজস্থানের রিঙ্গাসের কাছে অবস্থিত। প্রতিবছর লক্ষাধিক ভক্ত রেল ও সড়কপথে পায়ে হেঁটে বা বিভিন্ন উপায়ে খাটু শ্যামজি মন্দির পরিদর্শনে যান। প্রতিদিন প্রায় ৩০ হাজার ভক্ত সেখানে যান। শুক্র, শনি এবং রবিবার ৪ থেকে ৫ লক্ষ ভক্তের সমাগম ঘটে। একাদশীর উৎসবের সময় ১০ লক্ষ ভক্ত যান সেখানে। তবে সবচেয়ে বেশি ভক্তের সমাগম ঘটে মার্চ মাসে ১৫ দিনের মেলায়। এ সময় প্রায় ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ ভক্তের সমাগম ঘটে। তীর্থযাত্রী ও ভক্তদের দ্বারা ভারতে সবচেয়ে বেশি পরিদর্শন করা মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম হলো খাটু শ্যামজি মন্দির।
ট্রেনে করে ভক্তরা প্রথমে রিঙ্গাস পৌঁছবেন। এর পর তাঁরা বিভিন্ন উপায়ে খাটু শ্যামজি মন্দিরে পৌঁছেন। রিঙ্গাস থেকে খাটু শ্যামজি মন্দির পর্যন্ত যাত্রাকে আরও সহজ এবং নিরাপদ করার লক্ষ্যে রেলওয়ে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ধর্মীয় আস্থার কেন্দ্রগুলির সংযোগ স্থাপনের পরিকল্পনার অধীনে রিঙ্গাস থেকে খাটু শ্যামজি মন্দির পর্যন্ত নতুন রেল লাইনের জন্য সমীক্ষার অনুমোদন জানিয়েছে। সমীক্ষা সম্পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই নতুন রেলওয়ে লাইনে কাজ শুরু করার অনুমোদন জানানো হবে, যাতে ভক্তরা দ্রুত খাটু শ্যামজি মন্দিরে যাওয়ার জন্য রেলের সুবিধা লাভ করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরাসত ও বিকাশ অভিযানের অধীনে রেলওয়ে ধর্মীয় স্থানগুলির সাথে রেল সংযোগ প্রদানের কাজ করা হচ্ছে। এক প্রেস বার্তায় জানিয়েছেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে।

ফায়ার সার্ভিস সপ্তাহ উপলক্ষ্যে আগরতলায় সচেতনতা র‍্যালি। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।